উন্মাদ

মূল্য ঃ বিশ টাকার মাইর
দুনিয়ার বাইর

২২১

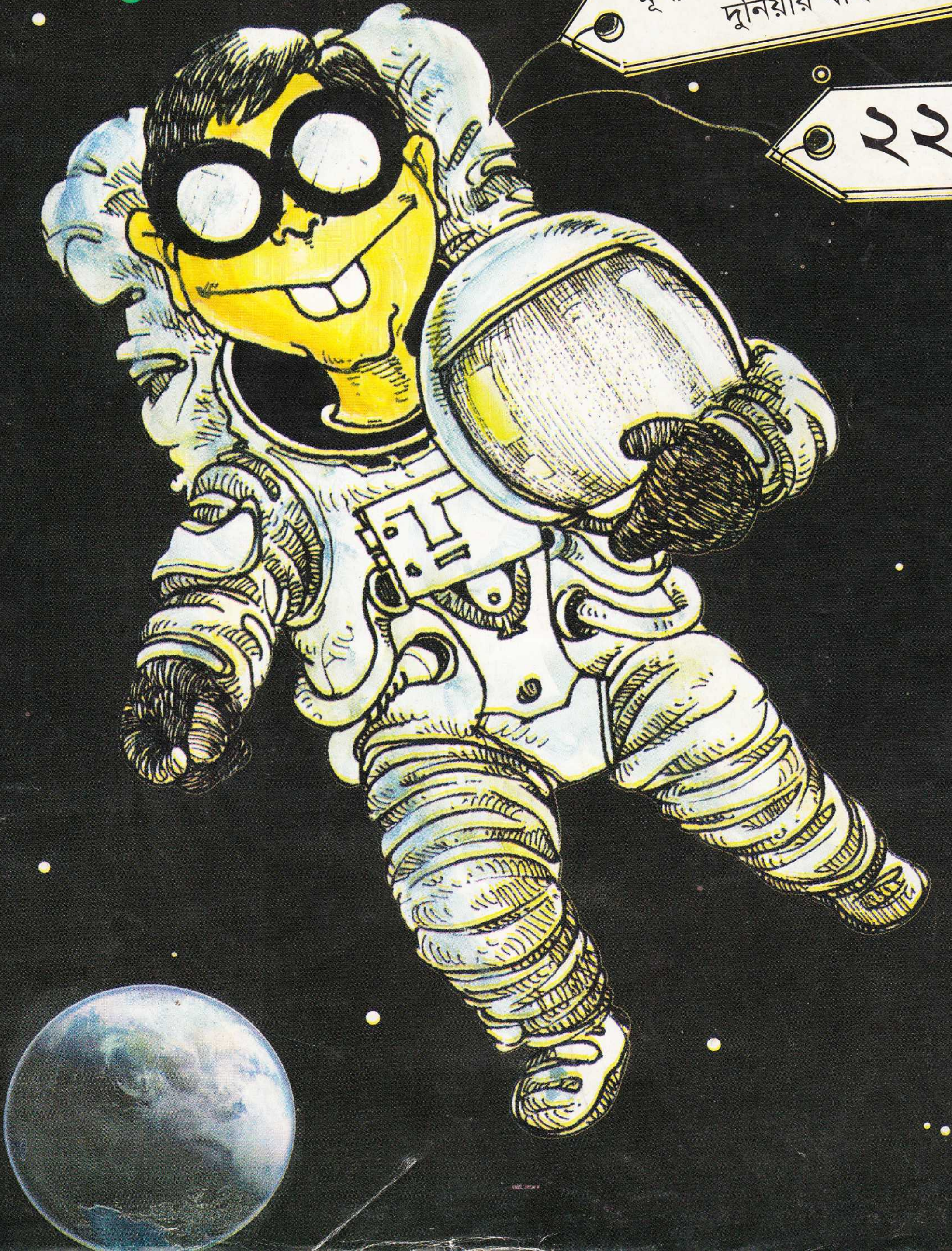

প্রকাশনার ত্রিশ বছর (এখনো দেশের একমাত্র বানান ভুল সর্বস্ব পত্রিকা)

উন্মাদ

স্যাটায়ার ম্যাগাজিন/ রেজিঃ নং-ডিএ ৬১২/ জুন ২০০৭

১৯৪/৪, ফকিরাপুল (১ম লেন) ২য় তলা , ঢাকা-১০০০, ফোন ৮৩৩১২৫১

habibunmad@yahoo.com / unmadmag@yahoo.com

সম্পাদক/ প্রকাশক

আহসান হাবীব

নির্বাহী উন্মাদক
রোমেন রায়হান

সহযোগী নির্বাহী উন্মাদক
হাসান খুরশীদ রুমী

সহযোগী উন্মাদক
মুস্তাফিজুর রহমান, অনিক খান

সহকারী উন্মাদক
মেহেদী হক, ওয়াহিদ ইবনে রেজা

জনসংযোগ উন্মাদক
মারুফ রেহমান
মেহেদী হাসান খান

বৈদেশিক উন্মাদক
হোসেন তৌহিদ জুয়েল
তানভীর ইবনে কামাল

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
সাগর খন্দকার

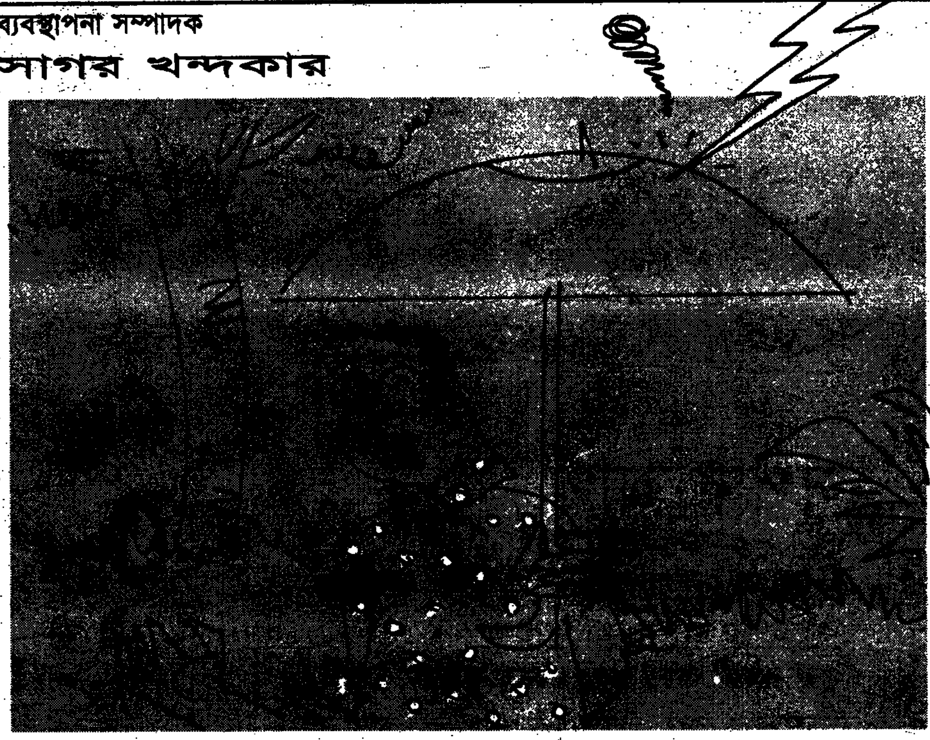

প্রধান নির্বাহী ০ সাজ্জাদ কবীর

অঙ্কন বিভাগ	পরিকল্পনা বিভাগ	লেখালেখি বিভাগ	কম্পিউটার বিভাগ	ওল্ড ইজ গোল্ড
শাহরীয়ার শরীফ	রনবীর আহমেদ বিপ্লব	মোকারম হোসেন	জুননুনুর রহমান	ইলিয়াস খান
তন্ময়, ওবায়েদ, তারিক	আব্দুল্লাহ শাহরীয়ার	শফিকুল ইসলাম	তানিম	কাজী তাপস
শিখা ও মিতু	মিজানুর রহমান কল্লোল	সৈয়দ খালেদ সাইফুল্লাহ	বিশ্বজিৎ বড়ুয়া	আজিজুল আবেদীন
		অর্পন দাশ গুপ্ত		

উন্মাদে ব্যবহৃত সব চরিত্র নিতান্তই কাল্পনিক। বাস্তব কোন চরিত্রের বা নামের সাথে বা মুখাবয়বের সাথে কোন ফিচারের কার্টুনে, লেখায় বা ছড়ায় বা অন্য কোনভাবে মিল খুঁজে পেলে তা সম্পূর্ণ কাকতলীয় বলে ধরে নিতে হবে। এই পত্রিকা কেবল মাত্র বিকৃত মস্তিস্ক ও উন্মাদ পাঠকদের জন্য। যদি সুস্থ্য মস্তিষ্কের কেউ এই পত্রিকা পাঠে কোন কিছু অনুধাবন করে বা করার চেষ্টা করে তাহলে তা তার একান্ত ব্যক্তিগত চিন্তা বলে গণ্য হবে। তার জন্য এই পত্রিকার সম্পাদক/ প্রকাশককে কোনক্রমেই দায়ী করা যাবে না।

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকঃ ইস্তেয়াক হোসেন/ কাজী খালিদ আশরাফ

HUB eBazaar

মাছ, মাংস, শাক-সব্জী - সব কিছুই এখন ইন্টারনেটে

www. hvbangladesh.com/ebazaar

মাস্ট কার্টুন

নানা ব্যস্ততায় উন্মাদ পড়া হয়
না। একটা প্রাইভেট ব্যাংকে
[illegible]
আমার হাসানি সময় কই?
তারপরও ভাবতে ভাল লাগে
সেই ছোট বেলায় পড়া উন্মাদ
এখনো বেরুচ্ছে। জয়তু
উন্মাদ।
ও হ্যাঁ আরেকটা কথা
উন্মাদটা দয়া করে মাসের
প্রথম সপ্তাহে বের করার চেষ্টা
করেন না কেন। তাহলে কথা
দিচ্ছি আমি আবার নিয়মিত
পড়া শুরু করব।
নাজির আহমেদ
রায়ের বাজার, ঢাকা।

<u>প্রিয় উন্মাদ সাহেব,</u>
আমার সালাম নিবেন। গতকাল উন্মাদের ২২০ নং সংখ্যাটি পড়লাম, ভাল লাগল এ সংখ্যায় আমার চিঠি ও আইডিয়া (অচল সচল) দেখে। এ ছাড়াও ভাল লেগেছে ম্যাডিয়েটর, দেবদাসের যক্ষা জয় ঐতিহাসিন, টিভি এ্যাড, শেষ ইচ্ছা, কোলাজ কার্টুন, পরিদর্শন ইত্যাদী দেখে।
অর্পন দাশ গুপ্ত
শ্যামলী, ঢাকা।

মিথ্যেবাদী!

প্রিন্স আশরাফ

বদি আর মতি জগিংয়ে বেরিয়েছে। যদিও তারা জগিং ক্লাসের অর্থাৎ হাই সোসাইটির না। মেসে থাকে। কুঁড়ের বাদশা। কাজে ফাঁকি দেয়। ধাক্কাধাক্কি, [illegible] করেই খায়, দায়। মৌজ-মাস্তি করে। বাসে উঠে পয়সা ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে। কোন রকমে পয়সা ফাঁকি দেয়ার একটা সুযোগ এলে তারা হাতছাড়া করে না।

জগিং ফগিংএ মতির কোন ইন্টারেস্ট নেই। বদিরও যে ছিল তা না। সম্প্রতি বদি তার এক ডাক্তার বন্ধুর কাছ থেকে ফ্রি মেডিকেল জার্নাল আনে (বাঙালী ফ্রি আলকাতরা পেলে নাকি সাদা শার্ট পেতে নেয় এরকম কি যেন একটা প্রবাদ আছে-বদি তো আর বাঙালীর বা এই প্রবাদের অপমান করতে পারে না) এবং সেটা কোন এক কক্ষুণে পড়ে ফেলার পরই বিপত্তি শুরু হয়। তার কেন জানি ধারনা হয়েছে সে আর বেশী দিন বাঁচবে না। কারণ ঐ জার্নালে বর্ণিত সবগুলো রোগেরই কিছু না কিছু তার আছে। কাজেই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতিদিন সকালে জগিং করবে। শরীর ঠিক রাখার,বেচেঁ থাকার ওটাই একমাত্র উপায়।

মতির মেজাজ খিঁচড়ে আছে। সকালের ঘুমটাই তার সবচেয়ে প্রিয়। বদি সকাল থেকেই কানের কাছে ভ্যাজর ভ্যাজর করছে।'মেন ইন সানা করপোরা ইন সানা' আ কি সব [illegible] করছে। ওটা খাওয়ার [illegible] হলে মতির আপত্তি ছিল না। কিন্তু ওটাকে নাকি বলে সুস্থ দেহে সুস্থ মন।

[illegible] বদি কোথায় গেলে গজগজ করতে করতে তার পিছু পিছু মতির যাওয়া চাই। বদিকে ছাড়া সে এক মুহূর্ত কোথাও থাকতে পারে না।

মতি 'এসবের কোন মানে হয়' বলতে বলতে ট্রাউজার ও কেডস পরতে থাকে। মোজা পরার সময় সে হঠাৎ বলে ওঠে 'দেখ বদি। আমার মোজা জোড়াটা কেমন আনকোরা। একটা কালো, একটা সাদা।'

বদি একটুও অবাক না হয়ে বলে 'সত্যি বলতে কি জানিস। আমারও না ঠিক ওরকম এক জোড়া মোজা আছে। আমি তো সেটাই আজ পরেছি। এই দেখ।'বলে ট্রাউজার তুলে মোজা দেখায়।

তো ওরা জগিং করতে করতে সংসদ ভবনের কাছে আসে।

হঠাৎ করে ঘুমঘুম চোখের মতি গাছতলায় একটা পাঁচশ টাকার চকচকা নোট পড়ে থাকতে দেখতে পায়। বদিই আগে ছুটে যেয়ে ওটা তুলে নেয়। নিয়েই বলে 'দেখলি মতি, ভোরে জগিংয়ের কি উপকারীতা। আমরা আগে এদিকে এসেছি বলে টাকাটা আমরাই আগে পেলাম।'

মতি মিনমিন গলায় বলে 'তা তো বুঝলাম। কিন্তু যে লোকটির টাকা হারিয়েছে সে বেচারা নিশ্চয় আরও আগে উঠেছিল।' চোখে ঘুম [illegible] মতির মাথা পরিষ্কার।

বদি মতির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে টাকাটা ট্রাউজারের পকেটস্থ করার চেষ্টা করতেই মতি [illegible] এবং স্বভাবতই টাকার মালিকানা নিয়ে ঝগড়া লেগে যায়।

মতি বলে যে সে আগে দেখেছে কাজেই টাকাটা তার।

বদি চেঁচায় যে সেই টাকাটা কুড়িয়ে নিয়েছে। কাজেই তার পুর্ণ অধিকার।

বদি বলে মতি একটা ডাহা মিথ্যেবাদী।

মতিও বদিকে একই কথা বলে।

এ বলে ও মিথ্যেবাদী,ও বলে এ মিথ্যেবাদী।

বদির টার্ন আসতেই বদি বলল 'ঠিক আছে। তুই যখন বলছিস, তখন আমি ডাহা মিথ্যেবাদী। মিথ্যে কথা বলাটা কোন সোজা কর্ম নয়। ওটাও একটা আর্ট। ওতে কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয়। পাড় মাতালের মত আমি হচ্ছি পাড় মিথ্যেবাদী, আর তুই হচ্ছিস খেঁদিপেঁচি, টুনটুনি মিথ্যেবাদী।

মতির ঘুম ঘুম ভাব চটে গেছে। সে টিপ্পনী কাটল 'গাঁজার

আর জায়গা পাসনে।তুই হচ্ছিস ফঁচকে মিথ্যেবাদী, শখের মিথ্যেবাদী। আর আমি প্রফেশনাল মিথ্যেবাদী।'

শেষমেষ দুজনে মিলে মধ্যস্থতায় এল যে দুজনেই পাল্লা দিয়ে মিথ্যে কথা বলবে। যে সবচেয়ে বেশি বেশরম, বেহুদা ,গাজাখুরি মিথ্যে বলতে পারবে টাকাটা সেই পাবে।

বদি বিসমিল্লা বলে শুরু করল 'সেদিন ঘরে মন ঠিকছিল না বলে বারান্দায় এসে চটি জোড়া পায়ে দিতেই সত্যজিৎ রায়ের গুপীগাইন বাঘা বাইনের মত এক লাফে চলে গেলাম আমেরিকায়। সোজা হোয়াইট হাউজে। বুশ তখন গাঁজার কালকেতে কষে টান দিচ্ছিল। চটি জুতোর খটাখট শব্দে আমার দিকে তাকিয়ে মুখভর্তি একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে কলকিটা আমার কাছে দিতেই আমি তার পিঠ চাপড়ে বললাম 'কি মিঞা দ্যাশে দ্যাশে যুদ্ধ বাঁধাইয়া এইহানে বইসা তামুক টানতাছেন।এইটা কি ঠিক?'বুশ বলল 'কি করুম কও। কিচ্ছু ভাল্লাগে না। যুদ্ধ ফুদ্ধ বাঁধাইয়া বইসা বইসা দেহি। এইটাই এট্টু ভাল্লাগে। আমি তখন কইলাম 'এই যে পরপর দুই দুইবার চোট্টামি কইরা গোরে আর কেরিরে ঘোল খাওয়াই ক্ষমতায় বইলেন এইটা কি ঠিক হইল?'বুশ মিয়া ক্যাবলার মতন হাইস্যা কয় 'কি করুম কও। যখনকার যে ভাও। সব দেশেই তো এইটা হইতাছে। তোমগো দেশেও কি এইটা হয় নাই। কও। আমি কইলাম 'আমগো কতা বাদ দেন। আমরা হইলাম চুনিপুটি। আপনারা হইলেন পৃথিবীর মাথা। আপনেরা যদি এই সব অকাম-কুকাম করেন তখন চুনিপুটিগোও এট্টু শরম লাগে। বুশ চেইতামেইতা কইল 'ওই মিয়া ফালাইয়া থোও তোমার শরম। শরমের জমানা এখন আর আছেনি। এখন বেশরমের জমানা। দেখবার পাও না?' বুশ ব্যাটার সাথে বনিবনা না হওয়ায় চলে এলাম মিয়ামি সী বীচে। দেখি হাজার হাজার মেয়ে মদ্দ সেখানে চান করছে ,সাঁতার কাটছে। আর ছুড়িগুলো সে কী বেহায়া! আমার একটা রুমাল দিয়ে ওদের তিনটে মেয়ের সুইমিং কস্টিউম হয়ে যায়। আমাদের মোল্লারা দেখলে নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ বলে সাগরে ঝাপিয়ে ডুবে মরে শহীদী দরজা পেয়ে সোজা বেহেশতী হুরের কাছে চলে যেত। আমি রুমাল বের করে ওর থেকে তিনটে ছুড়িকে রুমালে পেঁচিয়ে চলে এলাম লাস ভেগাসে। জুয়ার স্বর্গরাজ্যে। ওখানকার সেরা ক্যাসিনোতে জুয়া খেলে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার জিতে আধপাগলা (আধপাগলা না হলে কি কেউ আবার ফুলপাগলা বুশ মিঞারে নির্বাচিত হতে দেয়) আমেরিকানদের ফতুর করে দিলাম। মদটদ খেয়ে, মৌজফূর্তি করে ঘুরেটুরে সে ডলারও খরচ করে ফেললাম এক রাতেই। তারপর ওখান থেকে ইংল্যান্ডে,টনি ব্লেয়ারের ওয়াইফ চেরির...

মতি কথার মাঝখানে বাঁধা দিয়ে বলল 'এতে আর মিথ্যে কোনখানটায় দেখলি? আমি তো বরাবরের মতই সারাটিক্ষণ তোর সংগে সংগেই ছিলাম। বেশ স্পন্টই দেখলাম ,তুই এই সব করেছিলি?

এবার মতির পালা। কিন্তু তার আগেই ওরা দেখে সাদা চুলের, বুকে 'আই অ্যাম নোবডি' লেখা যে বয়স্ক রাজনীতিবিদটি(এমপি অথবা মন্ত্রীও হতে পারে। বদি-মতি দুজনের কেউ শিওর না-তবে টি শার্টের লেখাটি দেখে তারা নিশ্চিত হয়েছে ঐ গোত্রীয় কেউ। কারণ আমাদের নেতারা সবাই নোবডি। কেউ না। ইনভিজিবল ম্যান। ভোটের আগে অবশ্য তাদেরকে ঘন ঘন গ্রামদেশে নিজ নির্বাচনী এলাকায় দেখা যায় কিন্তু ভোটে জেতার পর থেকে তারা নোবডি হতে শুরু করে। এবং দেশের চরম দুঃসময়ে তারা নোবডি হয়ে সব দায়দায়িত্ব আল্লার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়।বলে 'আল্লার হুকুম হয়েছে তাই ঝড়ে লঞ্চ ডুবেছে। আল্লার মাল আল্লায় নিছে ইত্যাদি ইত্যাদি।)

এতক্ষণে দাড়িয়ে দাড়িয়ে ওদের মিথ্যের বহর গিলছিলেন। তিনি আর থাকতে না পেরে একেবারে কাছে এগিয়ে এসে বললেন 'ছি ছি ইয়াংম্যানরা ,কি লজ্জার কথা। এরকম ডাহা মিথ্যে কথা তোমরা মুখ দিয়ে বের করছো কি করে? জানো না মিথ্যে বলা মহাপাপ। আমি জীবনে কখনো মিথ্যে বলিনি।'

মতি রাজনীতিবিদের কথা শুনে প্রথমটায় হকচকিয়ে গেল। তারপর থ মেরে দাড়িয়ে রইল। সম্বিত ফিরে পেয়ে শেষটায় ক্ষীণকণ্ঠে ,বাজি হারার দীর্ঘশ্বাস ফেলে কোনরকমে বদিকে বলল 'ভাই বদি, পাচঁশো টাকার নোটটা ওকেই দিয়ে দে। টাকাটা ওরই পাওনা।তুই এরকম পাঁড় মিথ্যে বলতে পারবি নে ,আমিও পারব না।

আবার তুই মানুষ হ

নুর আলম জিকু

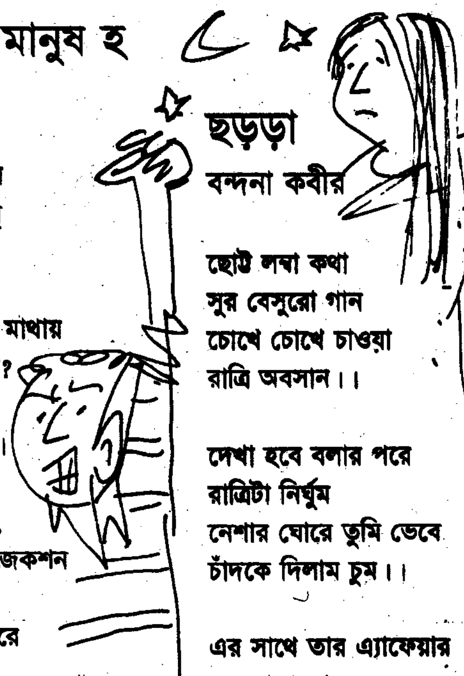

কবে তুই হবি মানুষ
কবে হবে তোর হুস্
তুই কেন বার বার
হয়ে যাস্ বেহুশ।।
আক্কেল জ্ঞান তোর মাথায়
আছে কিছু মনে হয়?
চেষ্টার ত্রুটি নেই
চেষ্টাতে হবে জয়।।
এখনো সময় আছে
হয়ে যা ভাল মানুষ,
ভালো রোগের ইনজেকশন
শরীরে কর পুশ।।
নীতিটাকে বিক্রি করে
করলি রাজনীতি,
আম জনতার ঘাম খেয়ে
করিস স্বজন প্রীতি।।
দাবী করিস বাংলাদেশের
তুই সোনার ছেলে,
সোনার ছেলের চাল চলন
কথায় কাজে বলে।।

ছড়ড়া

বন্দনা কবীর

ছোট্ট লম্বা কথা
সুর বেসুরো গান
চোখে চোখে চাওয়া
রাত্রি অবসান।।

দেখা হবে বলার পরে
রাত্রিটা নির্ঘুম
নেশার ঘোরে তুমি ভেবে
চাঁদকে দিলাম চুম।।

এর সাথে তার এ্যাফেয়ার
ওর সাথে ভাব
দেখে শুনে মাথা ঘোরে
প্রেমের ভাবসাব।।

এত কি কাজ কর?
যদি প্রশ্ন করি
উদাস তাকাও তুমি
উল্টে দেখে ঘড়ি।।

রাজনৈতিক কার্টুন

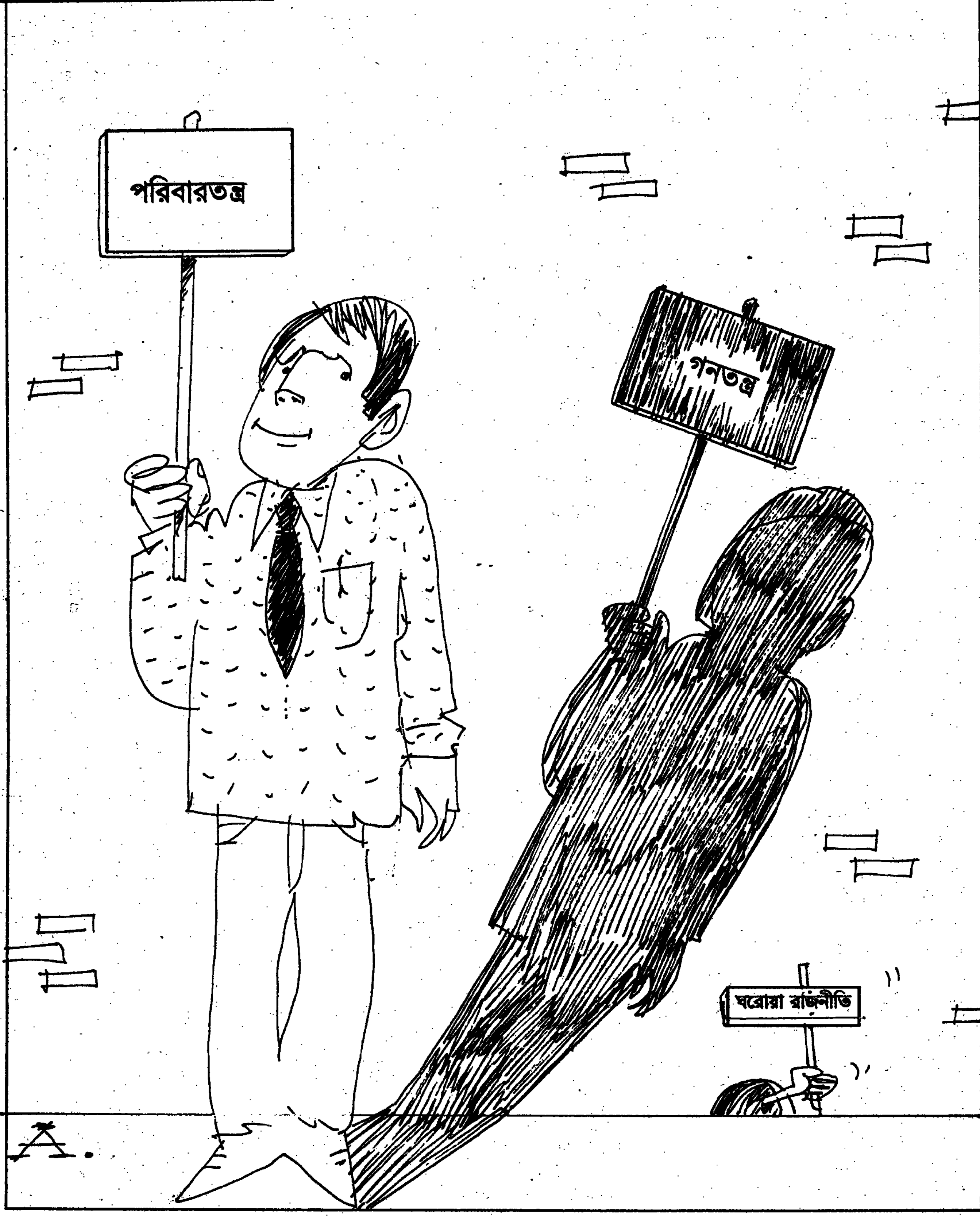

সুপার আর্থ?
আইজকা তোরে খাইছি...
গেলি?
ধর ধর...
অতি সম্প্রতি সৌর জগতে আবিষ্কার হয়েছে সুপার আর্থ। বিজ্ঞানীরা বলছেন যেখানে আরেকটি পৃথিবী তৈরী হওয়ার মত সকল পরিবেশই ক্রমে ক্রমে বিরাজমান। আর তাই সেই পৃথিবীর প্রাথমিক অবস্থা থেকে শুরু এক উন্মাদীয় কাহিনীর...
গ্রন্থনা পরিকল্পনাঃ সাজ্জাদ কবীর
ওয়াহিদ ইবনে রেজা
আইজকা তোরে খাইছি...
পলায়া যাবি কই?
একটু সস্‌পি-জ
ঐ মিয়ারা খাওয়াখাওয়ি বন কর। সুপার আর্থে আগের পৃথিবীর নিয়মে চললে হইব না
ঠিক কথা কইছেন। তাইলে আমরা আগের পৃথিবীর মত শ্যাষ হয়া যাব...
আফশোস আমিতো আগেই শেষ

সবাইরে খবর দাও সুপার আর্থে জরুরী মিটিং। বাচতে হলে জানতে হবে...
ঐ কে কোথায় আছ? জলদি আস সুপার আর্থে জরুরী মিটিং ... বাচতে হলে জানতে হবে
মিটিং মিছিল কইরা লাভ আছে? আগের পৃথিবীতো শুনলাম এইসব কইরা কইরাই শ্যাষ
আরে জলদি কর...মিটিং এর টাইম হয়া গেছে।
এখনো পানি খাচ্ছ? সুপার আর্থের সব পানিতো মনে হচ্ছে তুমিই সব শ্যাষ কইরা দিবা। সামনে যদি মানুষ আসে? তাদের জন্য কিছু পানি রাইখো। জলদি চলেন টি রেক্স মিটিং ডাকছে...জরুরী মিটিং, বাঁচতে হলে জানতে হবে...
প্রিয় ভাই বোন ও কাজিনেরা...শোন মিয়ারা আমরা আগের পৃথিবীর মত ধ্বংস হতে চাই না। এখন থেকে সাবধান হতে হবে। বাঁচতে হলে জানতে হবে...
আরে দেখ দেখ আগের পৃথিবী থেকে কি যেন ছুটে আসছে ...বোধ হয় ধূমকেতু
আরে না ধুমকেতু না সাবধান নিশ্চয়ই কোন সুপার ভাইরাস পাঠিয়েছে ওরা
না না মনে হচ্ছে সুপারম্যান,
অবশ্যই সুপারম্যান, দেখছ না আন্ডারওয়্যার পরেছে পেন্টের উপরে...কোন জেন্টল ম্যান এ কাজ করে?

কি ভাই সুপারম্যান আপনার পৃথিবী ছেড়ে আমাদের সুপার আর্থ -এ কেন আসছেন ?
আরে আমি এখন সুপার গু'র ব্র্যান্ড এ্যাম্বেসেডার। আপনাদের সুপার আর্থে প্রচার করতে আসছি
কে কোথায় আছ পালাও । আজকের মত মিটিং শেষ। ঐ ব্যাটার সুপার গু'র এজেন্সি কেউ নিলে খবর আছে
কেন সমস্যা কি?
আরে ওরা সুপার গু নিয়া ঢুইকা পরে সুপার মার্কেট খুলব তারপর এই সুপার আর্থকে সুপারসনিক স্পিডে সুপারসিড কইরা...ওফ আমি আর ভাবতে পারছি না...
পালাও! পালাও!!
কিন্তু আমরা এই গদাইলস্করী ফিগার নিয়ে পালাই কি করে?
তখনি বলেছিলাম চল সবাই মিলে ডায়েট করি...
সর্বনাশ হইছে! ওরা শুধু সুপারম্যানরে পাঠায় নাই আরো কি সব যন্ত্রপাতি পাঠাইছে...আমরা শ্যাষ...
কাম সারছে আমরা তাইলে শ্যাষ...
সুপার আর্থে ল্যান্ড করে আমাদের প্রথম কাজ কি হবে?
আমরা শ্যাষ!
সুপার আর্থে ল্যান্ড করেই আমাদের প্রথম কাজ সবাইকে একটা করে 'ফ্রি সিম' গিফট করা, কারণ এই গ্রহের মোবাইল ফোনের প্রথম ব্যবসাটা আমরাই ধরতে চাই।
কি সুপার ম্যান ভাই, ধূমকেতুর মত পালিয়ে যাচ্ছেন মনে হচ্ছে? সুপার আর্থে সুপার গু কি এক কার্টুনও গছাইতে পারেন নাই কাউরে ??
কার্টুন পত্রিকায় কার্টুনের অভাব আছে? আমি সুপার আর্থ থেকে পালাচ্ছি কারণ এই ফিচার সুপার ডুপার ফ্লপ!!

কথোপকথন

কথোপকথন কথোপকথন অনিক খান

*(প্রিয় বন্ধু ও প্রিয় আবৃত্তি শিল্পী
ফাল্গুনি বড়ুয়াকে উৎসর্গকৃত)*

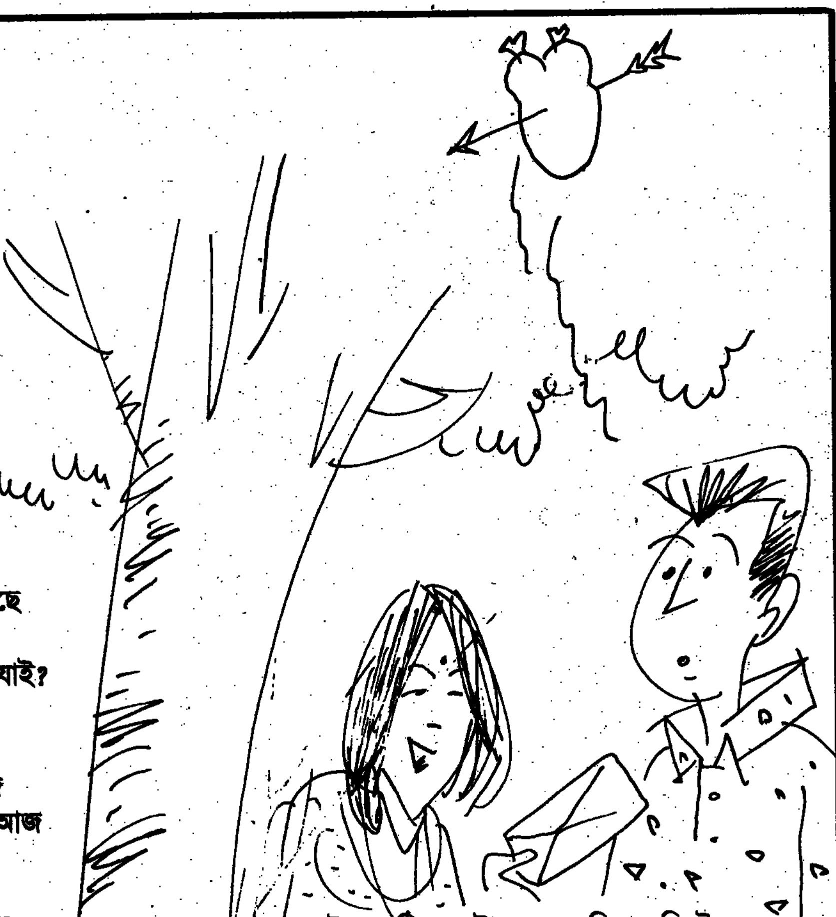

- এই শোনো না তোমার সাথে একটু কথা আছে
যাই না চল হেটে হেটে ওই পুকুরের কাছে।
কিংবা যদি কাজ থাকে খুব, আজকে না হয় যাই?
কথা না হয় বলব পরে, সময় যদি পাই...

- আরে না না কি যে বলো, খুব প্রয়োজন কাজ
তোমায় না হয় খানিকটা তাও সময় দিলাম আজ

- ঠিক বলেছ ঠিক বলেছ, সময় খুবই দামী
অল্প কথায় বলছি শোন- এই যে তোমায় আমি...

- আমায় তুমি...? থাক না মেয়ে, লাগবে না আর বলা
বলবে কি যে বুঝে গেছি শুনেই তোমার গলা

- গলা শুনেই বুঝে গেছো? ধন্য আমি ধন্য!
এই যে তোমার জন্য...

- তাও বুঝেছি! তাও বুঝেছি! ভুলেছ সব আরাম?
রাত্রি কাটে জেগে জেগে? ঘুম হয়েছে হারাম?

- ব্যাপার খানিক সেরকমই, রত্রি কাটে ভেবে
কেবল ভাবি কখন যে সে আমায় ধরা দেবে...
কখন যে সে আসবে ছুটে, ধরবে আমার হাত
সূর্য এসে উঁকি দেবে কাঁটবে আঁধার রাত।
আরে তোমার বুদ্ধি এত? বুঝিনি তো আগে...
সত্যি কথা তোমায় দেখে, অন্য রকম লাগে!

- জানি জানি এমন কথা, শুনি আমি কত
আমায় নাকি দেখতে লাগে ওমর সানির মত
বামের থেকে ডি ক্যাপ্রিও, রিয়াজ লাগে ডানে
চালচলনও হিরোর মত, সবাই সেটা জানে।
আরে আমার বড় খালা, সেও বলেন- ফিগার
আমার নাকি এক্কেবারে সোয়ার্জিনিগার!

- কথাটাতো ঠিক সেটা নয়, বলছিলাম কি ইয়ে...

- বিয়ে!
ওতেও রাজি সমস্যা নেই, বাসায় কথা বলি?
আমি আবার বাবা মায়ের কথা মতন চলি।

- তোমার বাসায় বিয়ের কথা? তোমার আমার বিয়ে?
এতক্ষনে এই ঢুকেছে তোমার মাথা দিয়ে!

- সব বুঝি সব বুঝি!
তোমার মত কঠিন ধাঁচের মেয়েই আমি খুঁজি
যে মেয়েটা চোখ রাঙিয়ে এমন করে হাসে
গলা চড়ায়, মুঠি পাকায়, আমায় ভালোবাসে!

- ভালোবাসা?
মূর্খ চাষা!
তোমার মত কৃষ্ণ ভেড়ার সঙ্গে আমার প্রেম?
ধোলাই খেয়ে ভুলবে তুমি গার্জিয়ানের নেম!

- কঠিন ধাঁচের মেয়ে আমি চাই তাই বলে কি মারবে?
আমায় তুমি মেরে বল, থাকতে সুখে পারবে?

- ধোলাই দেবে মাস্তানও নয়, আমার বাড়ির গার্ড...
এই নে গাধা দাওয়াত দিলাম... আমার বিয়ের কার্ড!

সত্যজিৎ রায়ের অবিস্মরনীয় সৃষ্টি ফেলুদা। তাকে নিয়ে এবার উন্মাদের উন্মাদীয় ফিচাররররর... ফেলুদা ঢাকায় আসলে কেমন হত...??

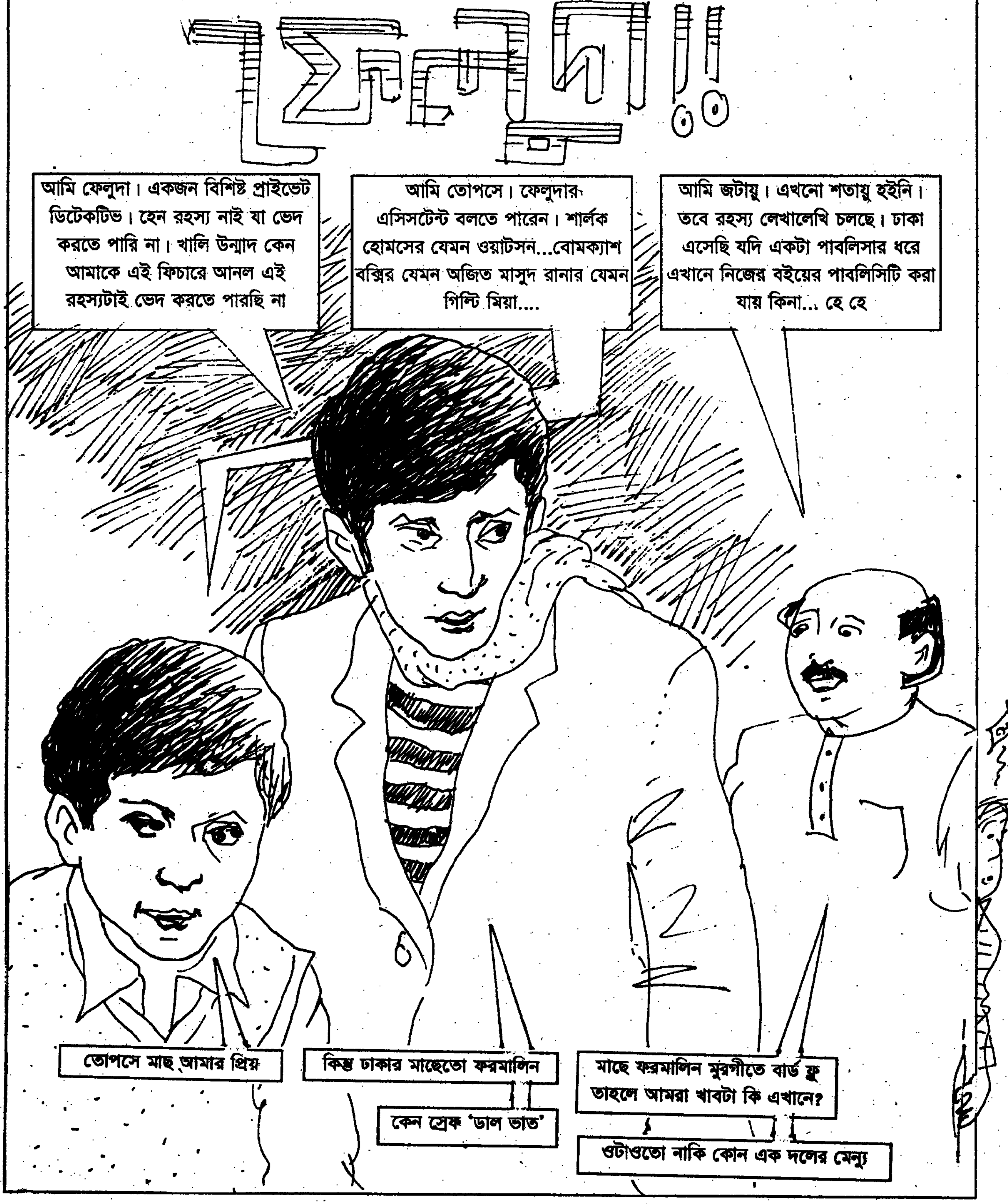

ফেলুদা আমরা ঢাকা এসেছি কেন?
আরে আমার বই ক্যাসেট এখানে পাইরেসি হচ্ছে বলে শুনেছি। ঐ ক্রিমিনালদের হাতে নাতে ধরতেই এখানে আসা...ঐ শোন...
DHAKA
ফালুদা... ফালুদা...
!!?
তোপসে পিস্তলটা বের কর ব্যাটাকে হাতে নাতে ধরতে হবে
পিস্তল? আমিতো শুধু লাইসেন্সটা এনেছি!
লাইসেন্স টু কিল??
খবরদার। তুমিই সেই ক্রিমিনাল? যে আমার বই ক্যাসেট পাইরেসি করে প্রকাশ্যে বিক্রি করছ...আমি ফেলুদা...
ওহ্ আপনে ফেলুদা? আমি বেচি ফালুদা... এট্টু টেস কইরা যান দাদা... বরফ দেয়া আছে মাথা ভি ঠান্ডা হইব..
ওহে তোমার ফালুদা ভাল লাগল আচ্ছা বলতে পার একজন প্রকাশক কোথায় পাব? একটা ভাল পান্ডুলিপি নিয়ে এসেছি
আরে আমারেই দিয়া যান। ঠোঙ্গাওলাগো ইস্টাইক চলতাছে পরকাশক এর রেটেই দিমু...অসুবিধা কি?
ধুৎ মেজাজটা খারাপ করল, কোথায়, ফেলুদা কোথায় ফালুদা, কোথায় আইয়ুব খান কোথায় সিঙ্গেল পান...জটায়ুটা আবার কোথায় গেল?
ঐ যে ফালুদা... খেতে বসে গেছে।
এ্যাঁ?? পকেটের টাকা কই??

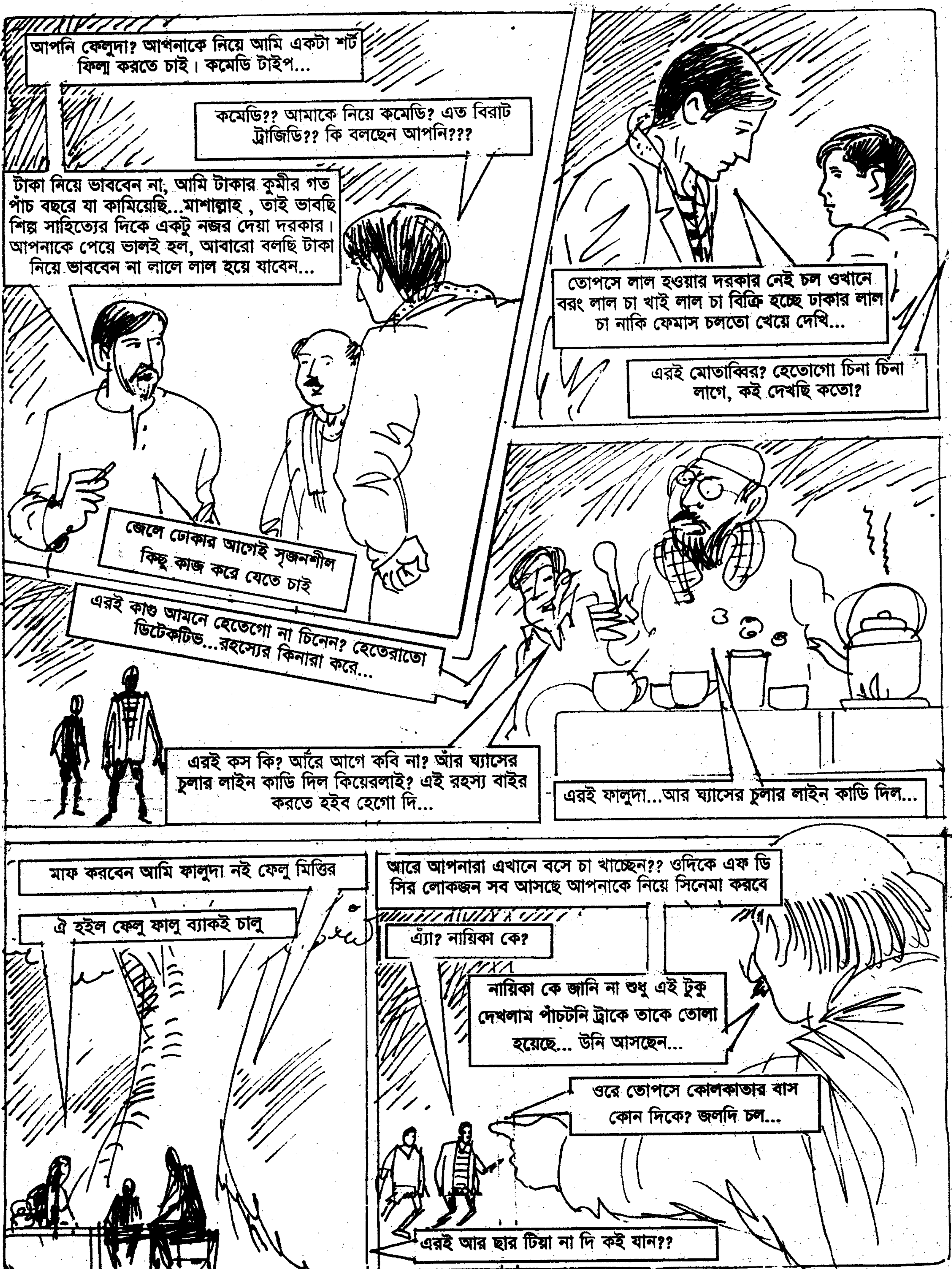
আপনি ফেলুদা? আপনাকে নিয়ে আমি একটা শর্ট ফিল্ম করতে চাই। কমেডি টাইপ...
কমেডি?? আমাকে নিয়ে কমেডি? এত বিরাট ট্রাজিডি?? কি বলছেন আপনি???
টাকা নিয়ে ভাববেন না, আমি টাকার কুমীর গত পাঁচ বছরে যা কামিয়েছি...মাশাল্লাহ , তাই ভাবছি শিল্প সাহিত্যের দিকে একটু নজর দেয়া দরকার। আপনাকে পেয়ে ভালই হল, আবারো বলছি টাকা নিয়ে ভাববেন না লালে লাল হয়ে যাবেন...
জেলে ঢোকার আগেই সৃজনশীল কিছু কাজ করে যেতে চাই
তোপসে লাল হওয়ার দরকার নেই চল ওখানে বরং লাল চা খাই লাল চা বিক্রি হচ্ছে ঢাকার লাল চা নাকি ফেমাস চলতো খেয়ে দেখি...
এরই মোতাব্বির? হেতোগো চিনা চিনা লাগে, কই দেখছি কতো?
এরই কাণ্ড আমনে হেতেগো না চিনেন? হেতেরাতো ডিটেকটিভ...রহস্যের কিনারা করে...
এরই কস কি? আঁরে আগে কবি না? আঁর ঘ্যাসের চুলার লাইন কাডি দিল কিয়েরলাই? এই রহস্য বাইর করতে হইব হেগো দি...
এরই ফালুদা...আর ঘ্যাসের চুলার লাইন কাডি দিল...
মাফ করবেন আমি ফালুদা নই ফেলু মিত্তির
ঐ হইল ফেলু ফালু ব্যাকই চালু
আরে আপনারা এখানে বসে চা খাচ্ছেন?? ওদিকে এফ ডি সির লোকজন সব আসছে আপনাকে নিয়ে সিনেমা করবে
এ্যাঁ? নায়িকা কে?
নায়িকা কে জানি না শুধু এই টুকু দেখলাম পাঁচটনি ট্রাকে তাকে তোলা হয়েছে... উনি আসছেন...
ওরে তোপসে কোলকাতার বাস কোন দিকে? জলদি চল...
এরই আর ছার টিয়া না দি কই যান??

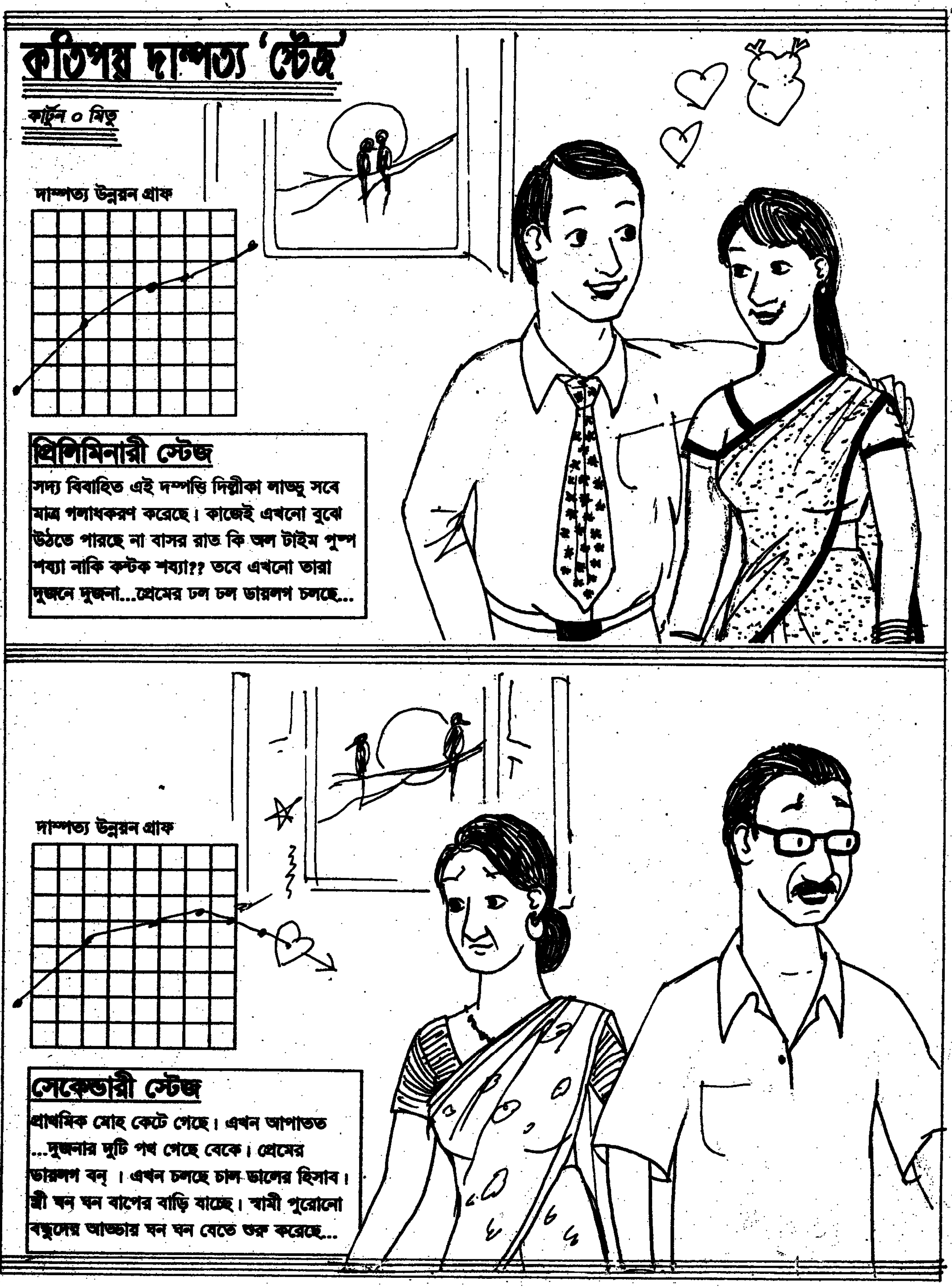
কতিপয় দাম্পত্য 'স্টেজ'
কার্টুন ০ মিতু
দাম্পত্য উন্নয়ন গ্রাফ
প্রিলিমিনারী স্টেজ
সদ্য বিবাহিত এই দম্পত্তি দিল্লীকা লাড্ডু সবে মাত্র গলাধকরণ করেছে। কাজেই এখনো বুঝে উঠতে পারছে না বাসর রাত কি অল টাইম পুষ্প শয্যা নাকি কন্টক শয্যা?? তবে এখনো তারা দুজনে দুজনা...প্রেমের চল চল ডায়লগ চলছে...
দাম্পত্য উন্নয়ন গ্রাফ
সেকেন্ডারী স্টেজ
প্রাথমিক মোহ কেটে গেছে। এখন আপাতত ...দুজনার দুটি পথ গেছে বেকে। প্রেমের ডায়লগ বন্ । এখন চলছে চাল ডালের হিসাব। স্ত্রী ঘন ঘন বাপের বাড়ি যাচ্ছে। স্বামী পুরোনো বন্ধুদের আড্ডায় ঘন ঘন যেতে শুরু করেছে...

দাম্পত্য উন্নয়ন গ্রাফ
ক্রুশিয়াল স্টেজ
এই স্টেজে স্ত্রী বলা শুরু করবে ' কেন যে বাবা-মার ঠিক করা সেই বিদেশি পাত্রকে বিয়ে করিনি এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি ' ওদিকে স্বামীর মোবাইলে পুরোনো বান্ধবীদের নাম্বার পাওয়া যাবে একাধিক। বিছানার মাঝখানে চীনের প্রাচীরের মত কোল বালিশ বুহ্য রচনা করবে। দুজনার ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসে ঘরের কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমান বেরে যাবে। বাড়ির কাজের লোক কথা বলার লোক না পেয়ে পাশের বাড়িতে চাকরী নিয়ে চলে যেতে পারে।

দাম্পত্য উন্নয়ন গ্রাফ
ভিসুভিয়াস স্টেজ
এই স্টেজে এসে দাম্পত্য জীবন ভিসুভিয়াসের মত অগ্নুপাত শুরু করবে। কেহ কারে নাহি ছাড়ে সমানে সমান। ছেলে-মেয়েদের অতিষ্ট হয়ে হোস্টেলে চলে যাওয়ার সমুহ সম্ভবনা। (একই সঙ্গে স্বামী প্রবরের হঠাৎ দার্শনিক হবার সম্ভবনাও একবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।) বাড়িওলা শব্দদূষন আইনে কেস করতে পারে বা বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দিতে পারে। পাড়ার স্থানীয় 'প্রগতি যুব সংঘ' তাদের বার্ষিক অনুষ্ঠানে 'এলাকার বছরের সেরা কোন্দলরত দম্পত্তি পদক' দিতে পারে।

দুই নম্বরী করে ধরা খেয়ে বাঁচার উপায় ...তবে অবশ্যই উন্মাদীয়

আঁকা: আহসান হাবীব লেখা: অনিক খান

আপনি ভেজাল খাবার পরিবেশন করছেন কেন?
অরজিনাল মুরগিতে বার্ডফ্লু, মাছে ফর্মালিন, ভেজাল ছাড়া খাবার খাওয়াইয়া কি মানুষ মারুম নাকি?
প্রথমে তো টাটকাই দিতাম এখন দেখি টাটকা খাইলে সবারই পেট খারাপ হয়ে যায় তাই...
আপনি মেয়াদের উত্তীর্ণ পণ্য রেখেছেন কেন?
আমি তো স্যার বাংলা ক্যালেন্ডার অনুসরন করি, এখানে লেখা ২০০৩ আর এখন তো মাত্র ১৪১৪
হায় হায় এইটা মেয়াদের তারিখ? আমি মনে করছিলাম এইটা ওই কম্পানির ফোন নাম্বার
আপনি অবৈধভাবে সার মজুদ করেছেন কেন?
ছিঃ ছিঃ কি বলছেন? আমি একজন বিশিষ্ট সার সংগ্রাহক, গোবর সংগ্রহ আমার বিশেষ শখ ...
কসম লাগে স্যার আমি মজুদ করি নাই, এলাকার সব গরু খালি আমার গোডাউনে আইসা হয়ে কইরা রাইখা যায় স্যার... আমার কোন দোষ নাই ...

আপনি সরকারকে আয়কর দিচ্ছেন না কেন?
আয়কর দিতে হয়? ওহো আমি তো ভেবেছি আয়-কর মানে সরকার আমাকে আয় করতে বলছে
প্রতিমাসে সরকারী ইউনিফর্মঅলাগো যে ট্যাক্স দেই ওইটাই ইনকাম ট্যাক্স না?
আপনার বাড়িতে ত্রানের টিন কেন?
আমি রাখি নাই স্যার, এই মাত্র ঝড়ে উইড়া আইসা পড়ছে
না না স্যার ত্রানের টিন না স্যার... 'বিক্রির জন্য নয়' লেখা এইগুলা জাল সিল...
আপনার বাড়িতে প্রাইভেট চিড়িয়াখানা কেন?
কি কন? এরা আমার আত্মীয় হয়, হিমালয়ের ফুকফুকা পীরের অভিশাপে জন্তুজানোয়ার হয়ে গেছে...
চিড়িয়াখানা?? না না স্যার এইটা একটা হোটেল, ওরা সবাই সুন্দরবন-থেকে ছুটি কাটাতে আসছে, মাসখানেক থেকে আবার চলে যাবে...

ঢাকা শহরে চলাচল করলে মনে হয় মানুষের চেয়ে গাড়ির সংখ্যা বেশি আর সেই গাড়ি পার্কিং করা নিয়ে যে কত রকমের ঝামেলা তা যারা গাড়ির মালিক তারা হাড়ে হাড়ে বুঝেন। তাদের কথা চিন্তা করেই আমাদের এই লাগসই প্রযুক্তি টাইপ ফিচার দেখুন গাড়িওলাদের যদি কোন কাজে লাগে।

গাড়ি পার্কিং এর লাগসই প্রযুক্তি

কার্টুন ০ শাহরীয়ার শরীক

এ্যাসেম্বলিং পদ্ধতিঃ

এ পদ্ধতিতে গাড়ি আসা মাত্র কিছু এক্সপার্ট লোকজন ছুটে এসে গাড়ির প্রতিটা স্পার্টস খুলে সরিয়ে ফেলবে এবং নিকটবর্তি কোন গোডাউনে রাখবে। মালিক চলে আসা মাত্র পুনরায় এ্যাসেম্বলিং করে গাড়ি তৈরী করে দিবে।

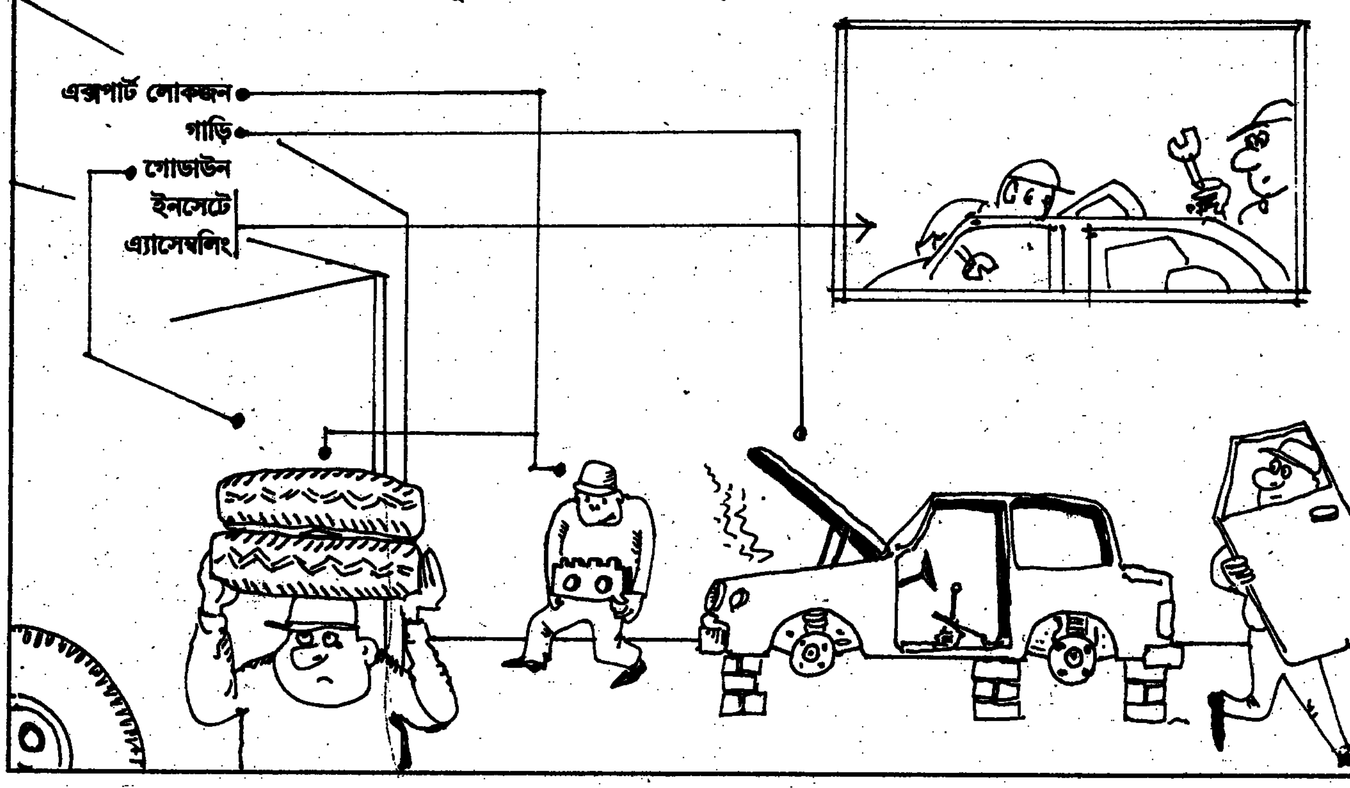

কার রুফ টু রুফ পদ্ধতিঃ

এ পদ্ধতিতে এক গাড়ির ছাদে আরেক গাড়ি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জ্যাক দিয়ে উঠিয়ে রাখতে হবে। পরে গাড়ির মালিক চাহিবা মাত্র তার গাড়ি বের করে আনতে হবে। এতে অবশ্য গাড়ির ছাদে একটু আধটু ট্যাপ খেয়ে যেতে পারে। তারপরও এই পদ্ধতি উপকারী।

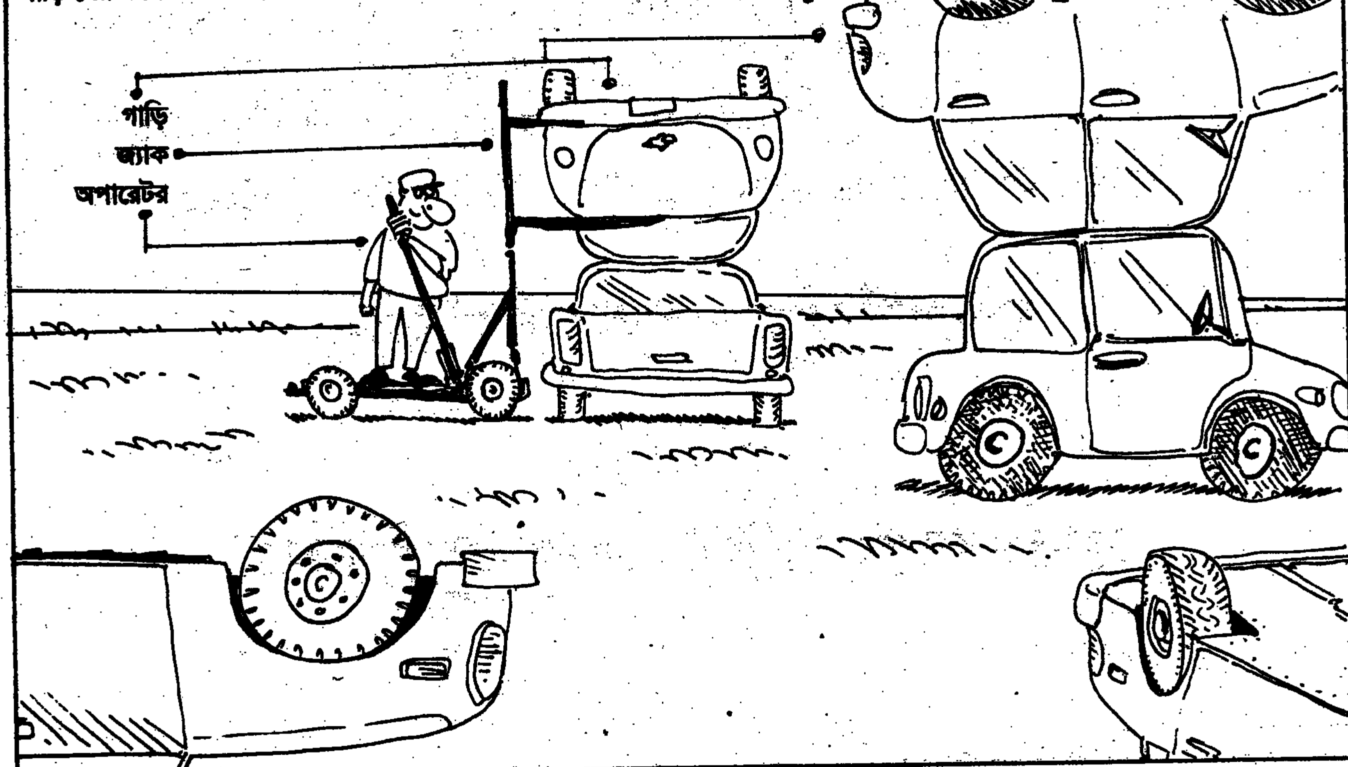

আন্ডারগ্রাউন্ড পদ্ধতিঃ

এ পদ্ধতিতে মাটির নিচে টানেল করে একের পর এক গাড়ি ঢুকিয়ে রাখা যেতে পারে। এক দিক দিয়ে ঢুকবে আরেক দিক দিয়ে বের হয়ে আসবে নিশ্চিন্তে।

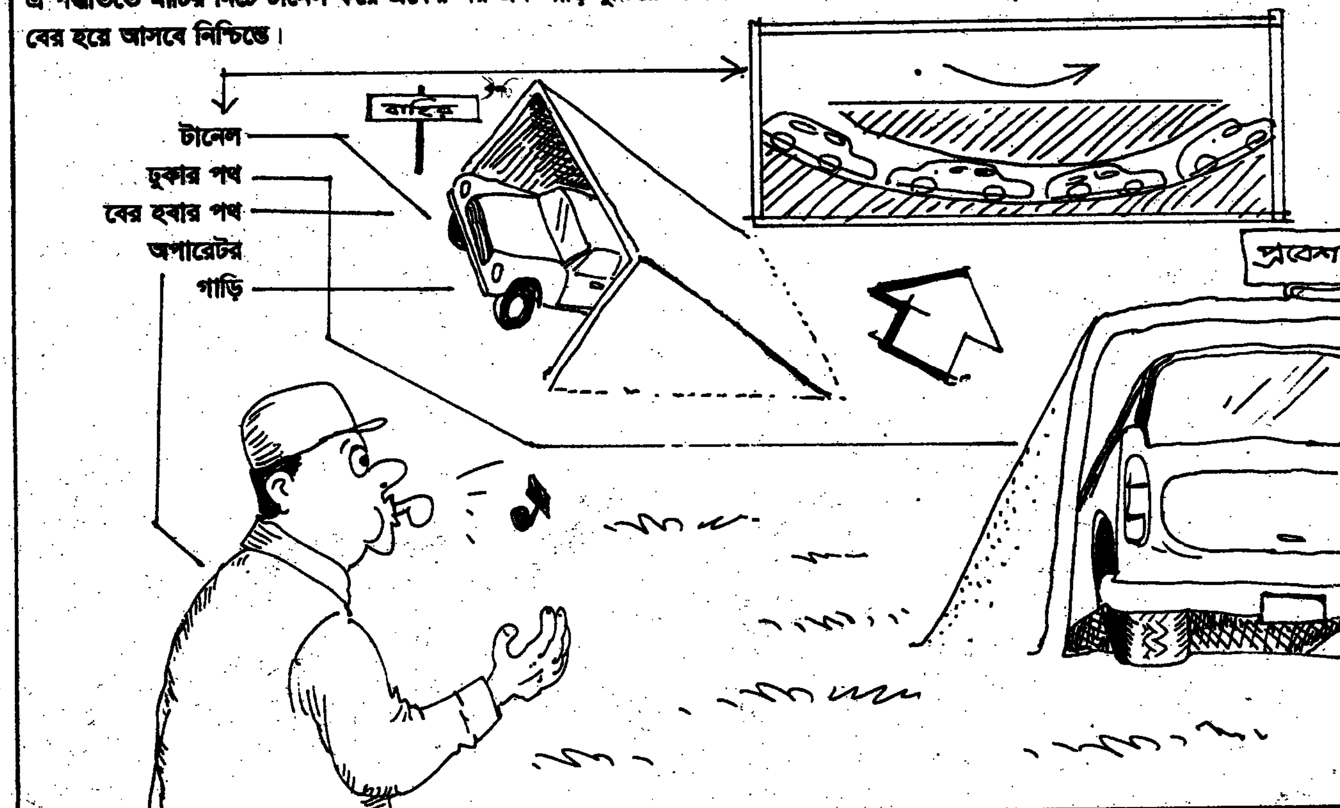

ম্যাজিক পদ্ধতিঃ

এ পদ্ধতিতে একজন পেশাদার ম্যাজিশিয়ান রাখতে হবে। যার কাজ হবে কোন গাড়ি আসা মাত্র সাময়িক ভাবে সেই গাড়ি অদৃশ্য করে দিতে হবে। পরে 'মালিক চাহিবামাত্র তার গাড়ি বুঝাইয়া দিতে হইবে'।

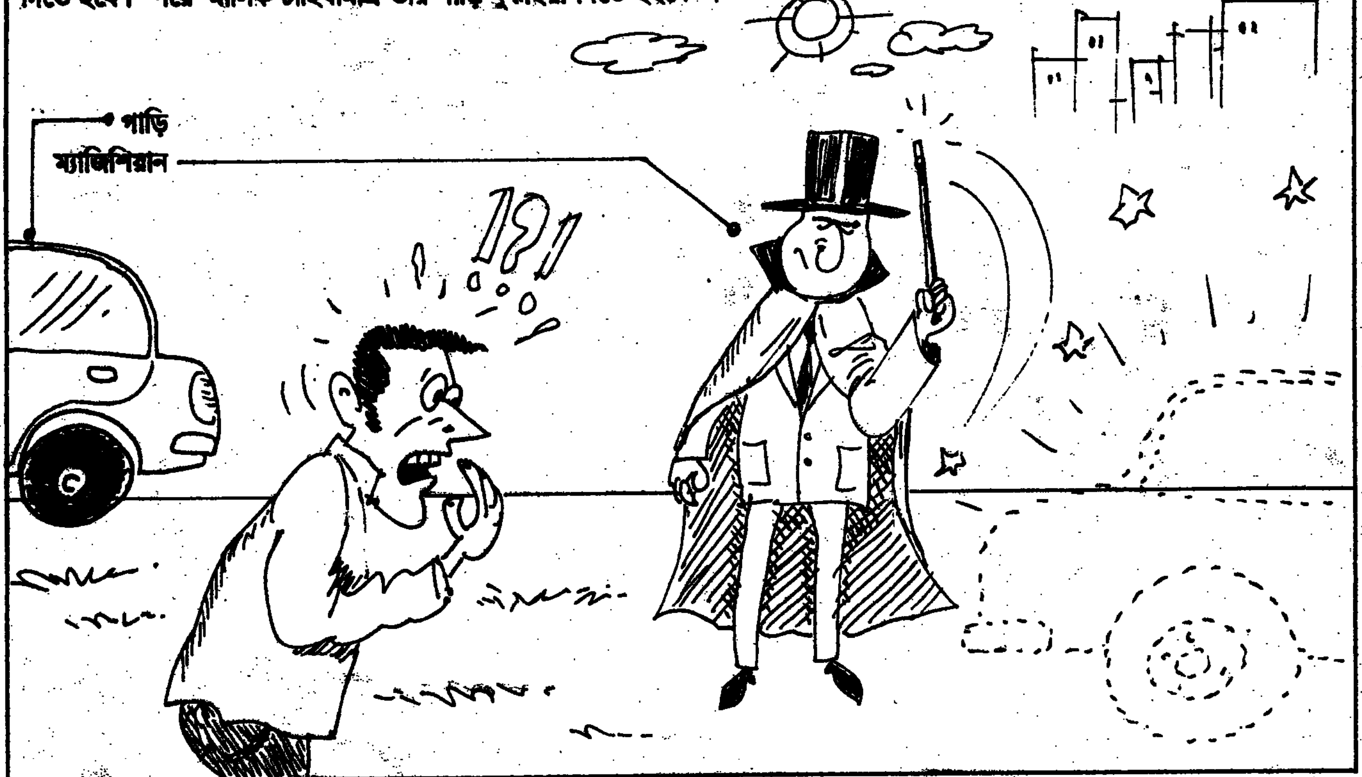

পুলিশের গাড়ির কাভার পদ্ধতিঃ

এ পদ্ধতিতে কিছু পুলিশের গাড়ির কাভার তৈরী করে রাখতে হবে। কোন গাড়ি পার্ক করা মাত্র তার উপর পুলিশের গাড়ির কাভার দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। সবাই মনে করবে পুলিশের গাড়ি পার্ক করা আছে কেউ কিছু বলবে না। পুলিশও না।

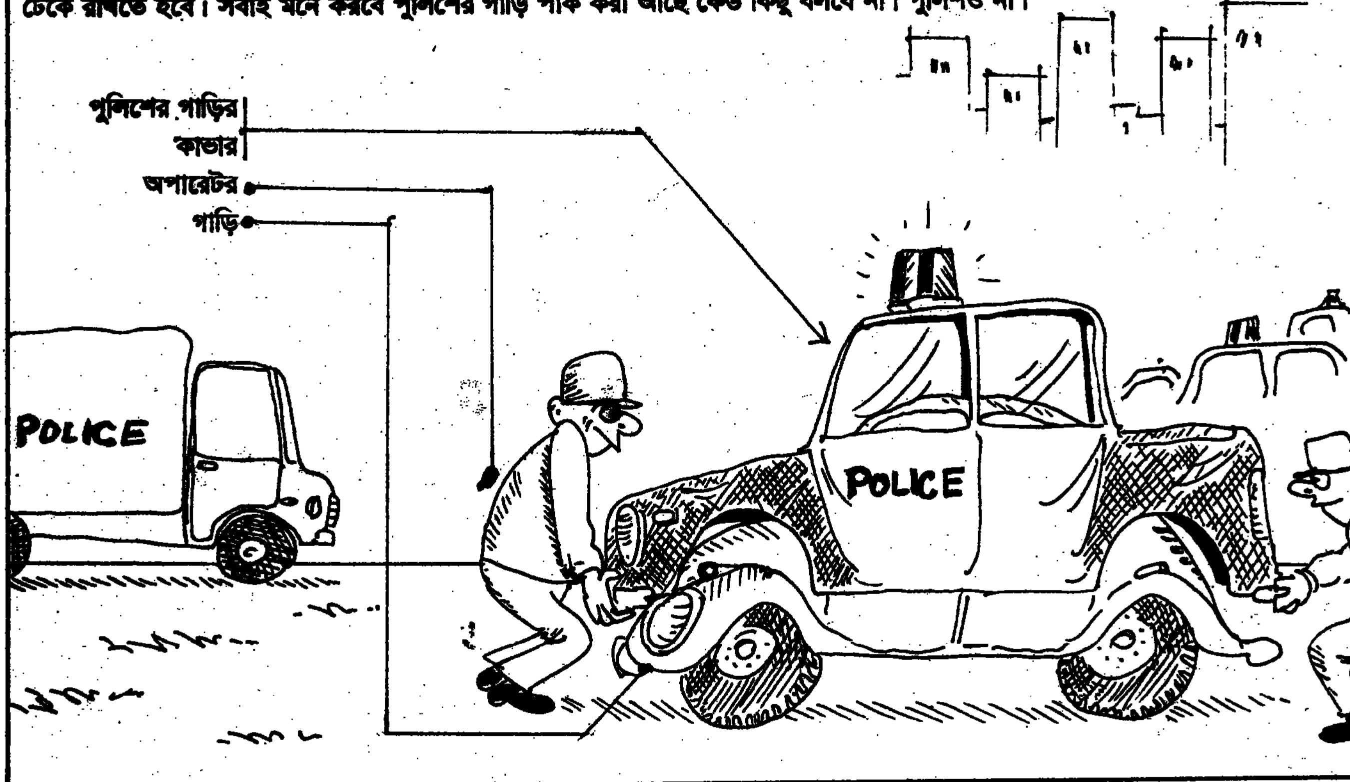

ঝুলন্ত পদ্ধতিঃ

এ পদ্ধতিতে ক্রেন দিয়ে টেনে হুক দিয়ে গাড়ি একের পর এক উঠিয়ে ঝুলিয়ে রাখা যেতে পারে। রাস্তার এ প্রান্ত থেকে ঐ প্রান্ত পর্যন্ত হুক দিয়ে গাড়ি ঝুলাতে হবে। প্রয়োজনমত গাড়ির মালিককে গাড়ি নামিয়ে দিলেই হল।

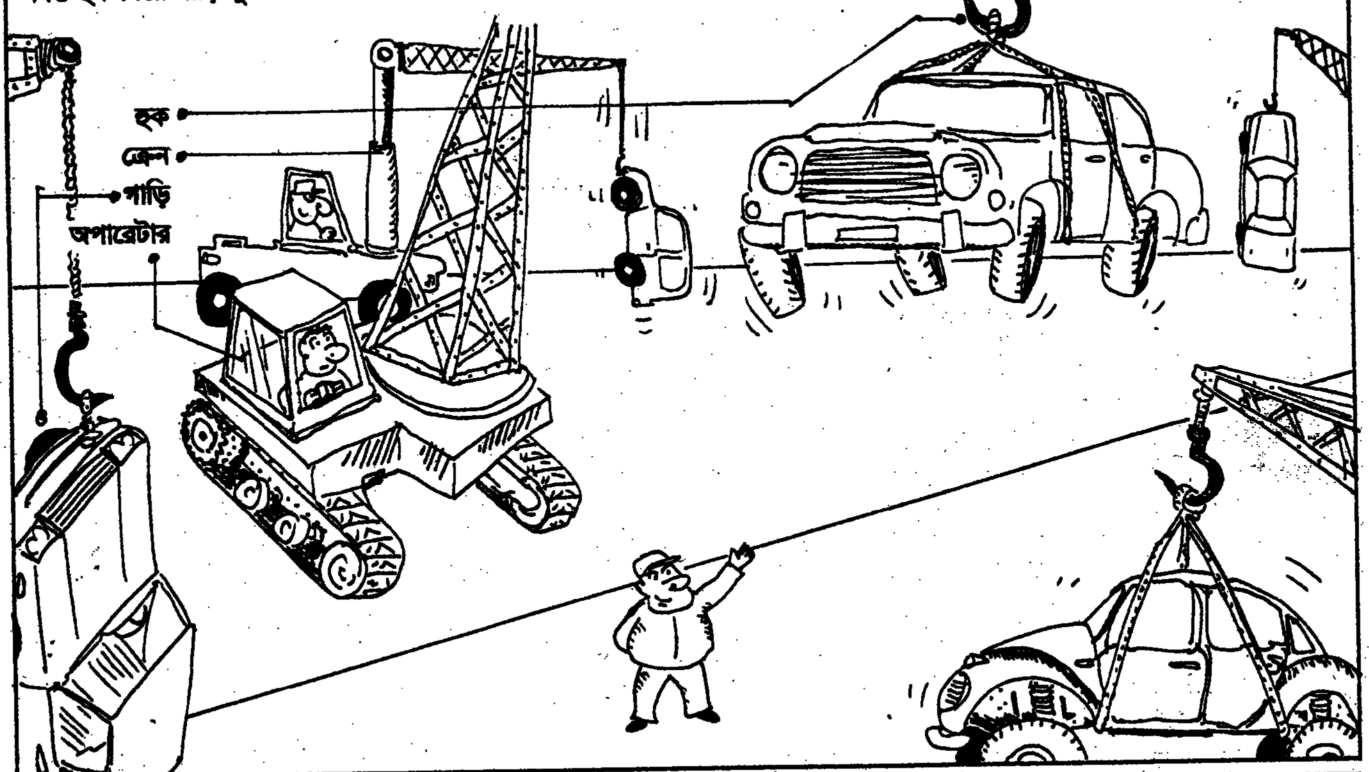

বেলুন পদ্ধতিঃ

এ পদ্ধতিতে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন গ্যাস বেলুন দিয়ে একের একে গাড়ি উপরে ঝুলিয়ে রাখা যায়। নিচে একজন সব গুলো গাড়ি বেধে রাখবে আলাদা দড়ি বা শিকল দিয়ে।

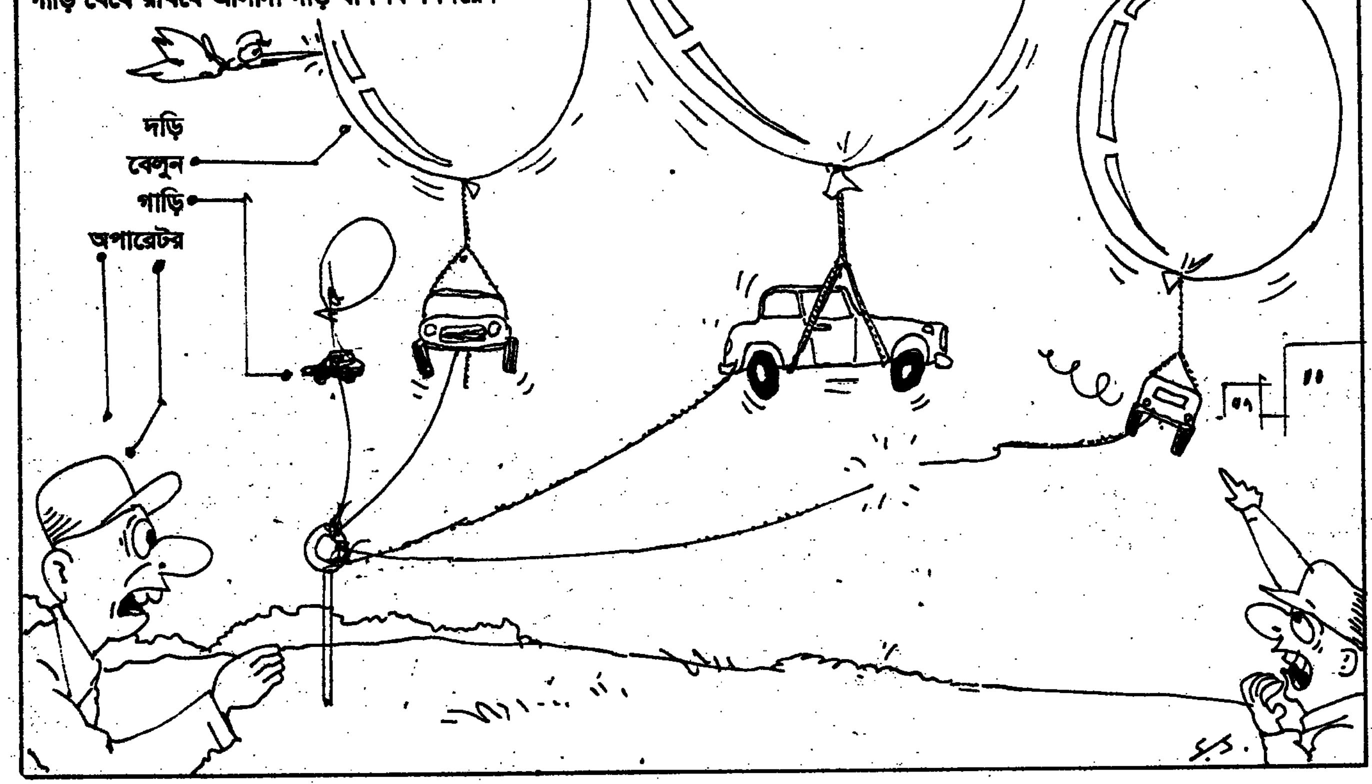

উন্মাদ দৃষ্টিতে

নানান রং

কার্টুন ০ তারিক সাইফুল্লাহ

এই রাত দুপুরে কই যাচ্ছিস শুনি?
দিনের দুপুরে যে গরম...
তাই রাত দুপুরেই বেরুচ্ছি...
ওকি খেয়ে দেয়ে হোটেলের বিল না দিয়ে কই চললেন শুনি?? আমি কিন্তু আপনাকে জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়ব
যে ভাত খাইলাম আপনার হোটেলে জেলের ভাত কোন বিষয় না!
এখনো বসে বসে ঐসব ছাইপাশ গিলছেন??
কি করব বল
বাড়ি গিয়েওতো সেই বউয়ের রান্না ছাইপাশ গিলতে হবে...হিক

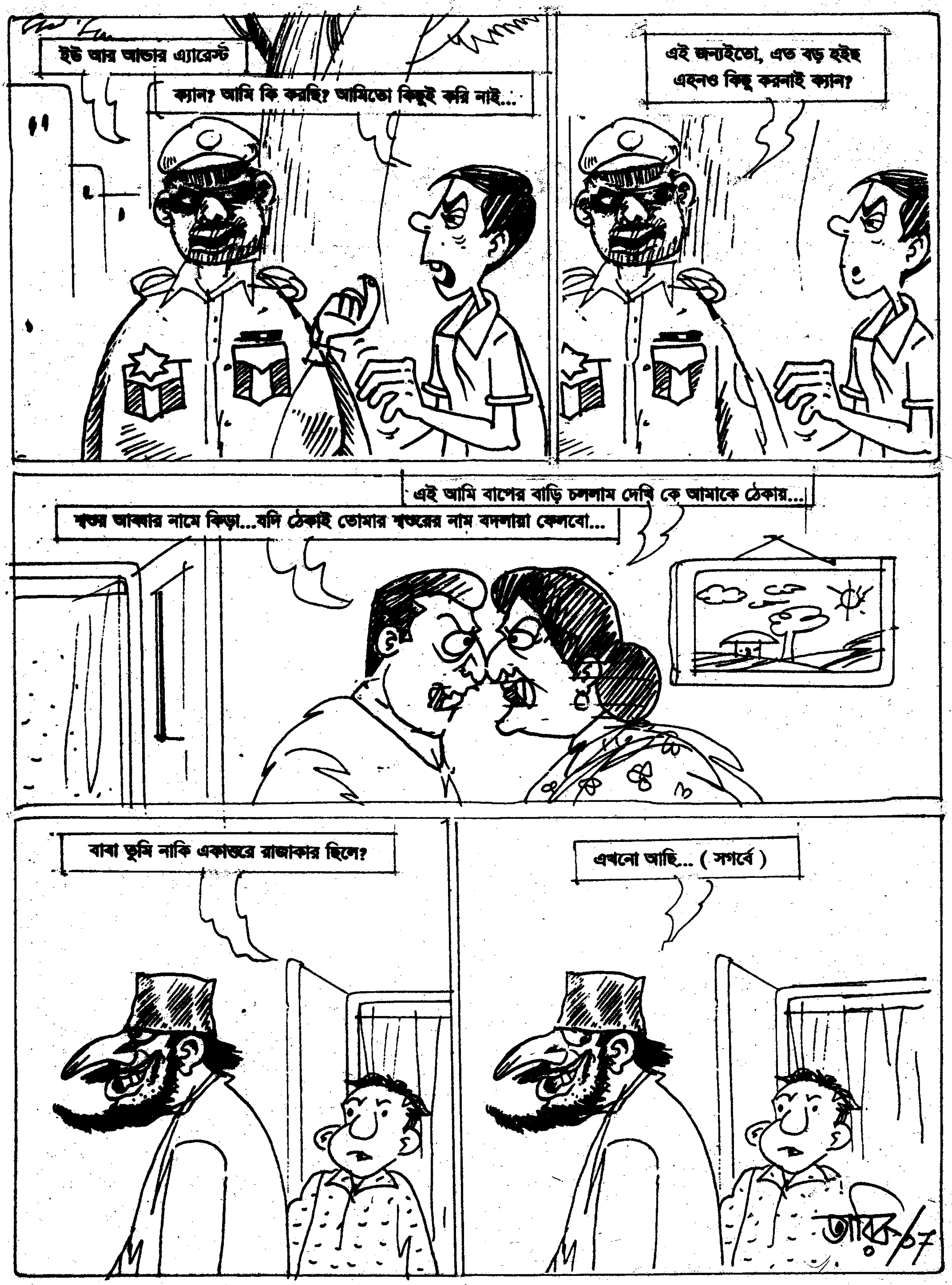
ইউ আর আন্ডার এ্যারেস্ট
ক্যান? আমি কি করছি? আমিতো কিছুই করি নাই...
এই জন্যইতো, এত বড় হইছ
এহনও কিছু করনাই ক্যান?
এই আমি বাপের বাড়ি চললাম দেখি কে আমাকে ঠেকায়...
শ্বশুর আব্বার নামে কিড়া...যদি ঠেকাই তোমার শ্বশুরের নাম বদলায়া ফেলবো...
বাবা তুমি নাকি একাত্তরে রাজাকার ছিলে?
এখনো আছি... (সগর্বে)
তারিক/07

এখনকার যুগটা হচ্ছে ডিসকাউন্টের যুগ। সব কিছুতে ডিসকাউন্ট কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার ডিসকাউন্ট পেতে আমাদের ভাল লাগে না। আসুন সেই রকম কিছু মুহূর্তের সঙ্গে আমরা পরিচিতি হই।

জীবনের যে যে ক্ষেত্রে ডিসকাউন্ট পেতে ভাল লাগে না।

আহসান হাবীব

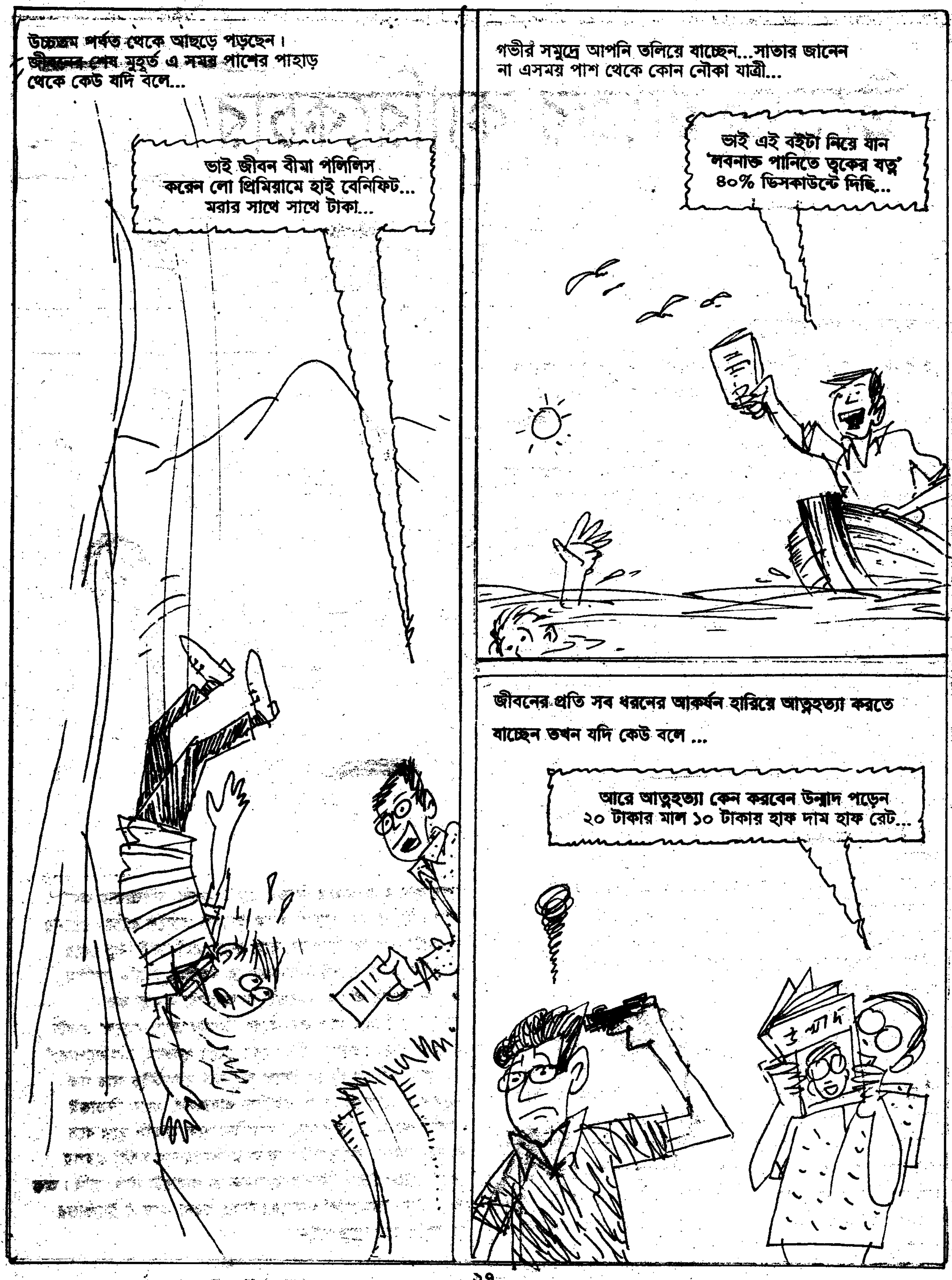
উচ্চতম পর্বত থেকে আছড়ে পড়ছেন।
জীবনের শেষ মুহূর্ত এ সময় পাশের পাহাড় থেকে কেউ যদি বলে...
ভাই জীবন বীমা পলিলিস করেন লো প্রিমিয়ামে হাই বেনিফিট... মরার সাথে সাথে টাকা...
গভীর সমুদ্রে আপনি তলিয়ে যাচ্ছেন...সাতার জানেন না এসময় পাশ থেকে কোন নৌকা যাত্রী...
ভাই এই বইটা নিয়ে যান 'লবনাক্ত পানিতে ত্বকের যত্ন' ৪০% ডিসকাউন্টে দিচ্ছি...
জীবনের প্রতি সব ধরনের আকর্ষন হারিয়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন তখন যদি কেউ বলে ...
আরে আত্মহত্যা কেন করবেন উন্মাদ পড়েন ২০ টাকার মাল ১০ টাকায় হাফ দাম হাফ রেট...

উড়োজাহাজের ক্যারিকেচার

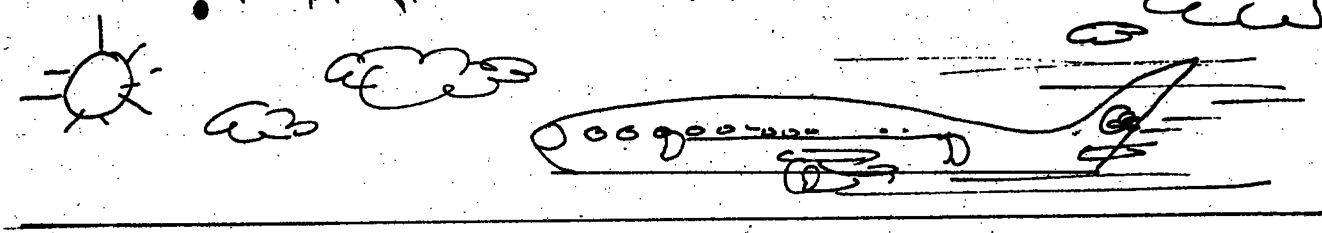

সৈয়দ খালেদ সাইফুল্লাহ্

জীবনের প্রথম যেদিন বিমানে পা রাখলাম, দরজার মুখে দাঁড়ানো বিমানবালাকে বেশ সপ্রতিভভাবেই বললাম, 'আমি কিন্তু এই প্রথম প্লেনে চড়ছি, তাই সবকিছু একবার ভালো করে ঘুরেফিরে দেখতে চাই।' জবাবে ঐ অসাধারন রূপসী বিমানবালা যে একখানা হাসি উপহার দিলো; প্লেনে যদি উঠতে নাও দিতো, তবু বোধহয় কোন অতৃপ্তি থাকতনা! যাহোক, প্লেন উড়তে শুরু করলো, আমিও সীটবেল্ট খুলে উঠে দাঁড়ালাম, আর দেখতে শুরু করলাম প্লেনের চারপাশটা। ইকোনমি ক্লাস, বিজনেস ক্লাস আর স্টোররুমে ঢুঁ মেরে শেষটায় গেলাম বিমানের টয়লেটে। ছোট্ট খুঁপচি মতোন ঘর। একটা কমোড ছাড়া তাতে আর কোন আসবাব নেই। দেয়ালে হাত দিলাম, হুট করে কোথায় জানি চাপ পড়লো, ঘড়ঘড় করে বেরিয়ে এলো একটা স্টীলের ট্রে। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে চাপলাম কমোডের ফ্ল্যাশ। ব্যস, আর যায় কোথায়? সাথে সাথেই কোত্থেকে কানফাটানো ভোঁ-ভোঁ শব্দে চালু হয়ে গেল একটা ইঞ্জিন। আমার কলজে শুকিয়ে চিমসা মেরে গেল। প্লেন ক্র্যাশ-ট্যাশ করার ব্যবস্থা করে ফেললাম নাকি? দরজা খুলে একছুটে বেরিয়ে যাবার প্রবল ইচ্ছে করছিলো, সারা জীবনের সমস্ত পৌরুষ বুকে জমিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পর ইঞ্জিনের আওয়াজ থেমে গেল, আর প্রচন্ড শাঁ শাঁ শব্দে কমোড ফ্ল্যাশ হয়ে গেল। তবে ফ্ল্যাশ হলো পানি দিয়ে নয়, বাতাস দিয়ে! খানিক পরে একটু ধাতস্থ হয়ে বেরিয়ে এলাম, পড়লাম সরাসরি ঐ বিমানবালার সামনে। মুচকি হাসি দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ভয় পেয়েছিলেন?' বুঝলাম, এতক্ষণ ধরে জমানো পৌরুষ সব মাঠে মারা গেছে। এদের অন্তর্যামী হবার ট্রেনিংও যে দেয়া হয়, সেটা কে জানত?

এর পরের ঘটনার নায়ক আমি নই। তবে, আমার মতো এই ভদ্রলোকেরও অপদস্থ হওয়াটাই ছিলো নিয়তি। বছর চারেক আগের হজ্জের সময়কার কথা। গ্রামের সাধারন এক বৃদ্ধ রওনা হয়েছেন হজ্জ ফ্লাইটে। যথা সময়ে পরিবেশন করা হলো চা আর টিস্যু পেপার। তো সেই ভদ্রলোক যথারীতি টিস্যু পেপারখানা চায়ে চুবিয়ে খেলেন। খাওয়ার পরে বিমানবালার কাছে অভিযোগও করলেন, 'চায়ের সাথে যে পাতলা কেকটা দেয়া হয়েছে, তা কেমন ছাবড়া ছাবড়া ছিলো!' বিমানের ক্রুরা যে অট্টহাস্যটা দিয়েছিলেন, তা বোধহয় ভূমিতে দাঁড়িয়েও কর্ণগোচর হয়েছিলো!

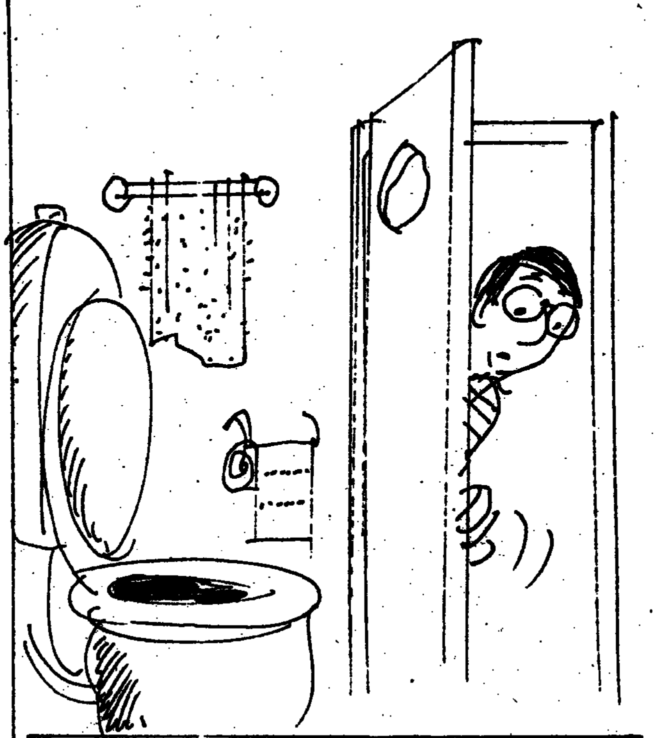

শেষ করা যাক আমার নিজের একটা করুণ অভিজ্ঞতার কথা বলে। চীনের এক প্রদেশ থেকে আরেক প্রদেশে যাচ্ছি। প্লেনের খাবারটা বেশ জমপেশ হয় বলে রাতে এমনিতেই কিছু খেয়ে আসিনি। সীটে বসেই বিমানবালাকে বললাম, 'আমি মুসলিম, শুয়োর-টুয়োর খাবনা, কাজেই সে অনুযায়ী ব্যবস্থা কর।' রাত্রেবেলা ডিনার সার্ভ করা হলো, আমার ভাগে পড়লো একটা আপেল আর একগ্লাস পানি। রেগেমেগে বললাম, 'কি ব্যাপার?' জানলাম, রাতের খাবার বলতে শুধু পর্ক স্যান্ডউইচ আর পর্ক নুডুল্‌স। চারপাশে চলছে ধূমায়িত খাদ্যসেব, মাঝে নিতান্তই বেরসিকের মতো একখানা ম্যাগাজিন খুলে আমসি মুখে বসে রইলাম, আর বসে বসেই পার করে দিলাম দশ ঘন্টা! এরপর থেকে প্লেনে উঠলে নিজের হিসেবমতো খাবারটা সাথে রাখি। অন্ততঃ প্লেনের 'জমপেশ' খাবারের উপর ভরসা করে ঐ ট্রাজেডির মুখোমুখি আর হতে চাইনা!

কিছু অন্যরকম দৃশ্য কল্পের ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে এই 'কেন' ফিচার। দেখুন আপনার চিন্তার সাথে মিলে কিনা।

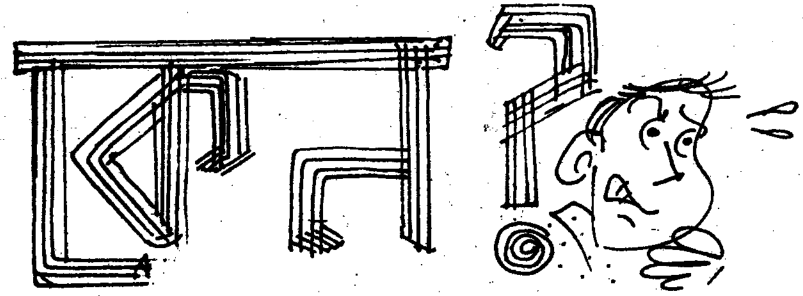

মহিলা উদ্ভট হিন্দি সিরিয়াল না দেখে শিক্ষামূলক ডিসকভারি চ্যানেল দেখছেন **কেন?**

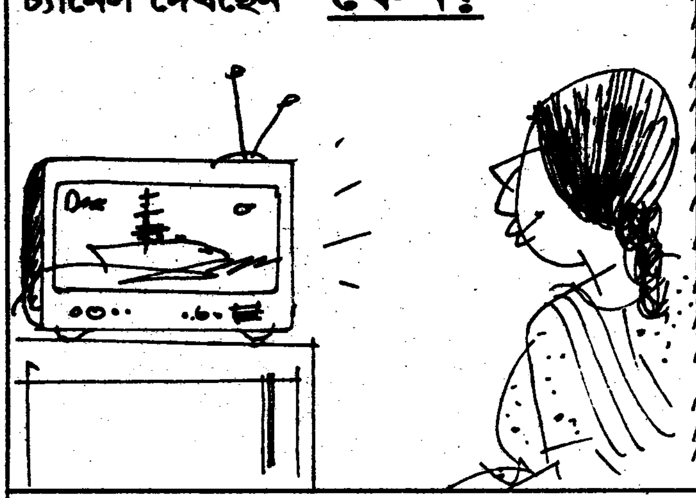

রাতে অফিস ফেরৎ মুর্খ স্বামীকে জ্ঞান দেয়ার জন্য। (বা বাসায় স্বামী কুলের গেস্ট আছে, টিভি দর্শক হিসেবে নিজের স্ট্যাটাস বুঝাতে।)	রিমোট চুরি গেছে, টিভির নভ নষ্ট ঐ একটা চ্যানেলেই আসে অতএব...
দেখছেন না ঘুমাচ্ছেন। ঐ একটা চ্যানেল দেখতে বসলেই তার ঘুম পায়!	আসল কারণ ডিশের কোন সমস্যার কারণে হিন্দি চ্যানেলগুলো আসছে না।

ছেলেটি তার সাধের ক্রিক্রেট ব্যাটটি ওভাবে কাটছে **কেন?**

তার এলাকায় গ্যাসের সাপ্লাই বন্ধ, তাই খড়ি হিসেবে সম্বল মোর কম্বল খানি...	টেষ্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের 'মিরাক্কল' সাফল্যে রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে ...
গরমে রাতে ডাব চুরির প্ল্যান । তাই দা এর ধার পরীক্ষা করছে!	আসল কারণ পাড়ার ক্লাব ভেঙে যাওয়ায়। চাঁদা দিয়ে কেনা ব্যাটের নিজের অংশ টুকু কেটে নিচ্ছে।

টবের ফুলটা সূর্যের দিকে না তাকিয়ে বাল্বের দিকে **কেন?**

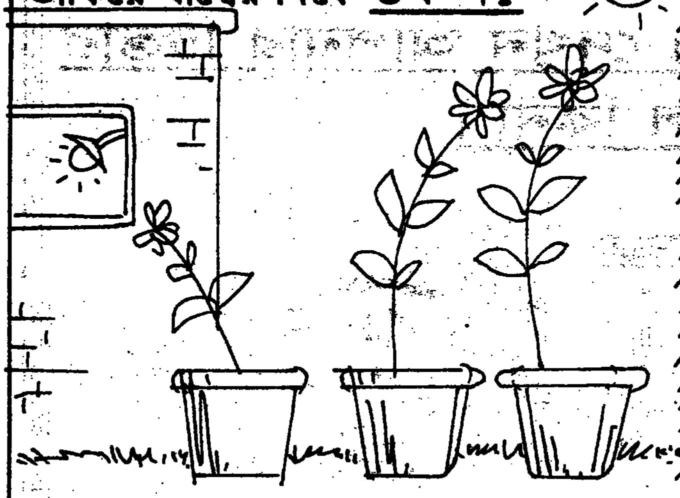

ফুল আসলে সূর্যের আলট্রা ভায়োলেট রে সচেতন তাই ঐ দিকে মুখ না করে বাল্বের দিকে।	অন্য টবের ফুলদের সাথে ওর ঝগড়া হয়েছে তাই ও অন্য দিকে...
এই টবের ফুলটার ঘাড়ের রগ ত্যাড়া আছে তাই। (ঐ টা প্লাস্টিকের ফুল এক দিকে মুখ থাকলেই হল)	আসল কারণ উন্মাদের আর্টিস্ট আঁকতে ভুল করেছে

লোকটিকে বিড়াল তাড়া করেছে **কেন?**

লোকটিকে সবাই 'ভেজা বেড়াল' বলে বেড়ালকুলের প্রেস্টিজে লেগেছে!	ঐ এলাকায় কুকুর নেই তাই বিড়ালদেরই একচেটিয়া রাজত্ব!
বিড়াল তাড়া করেনি। 'মানব প্রানী উন্মুক্ত দৌড় প্রতিযোগীতায়' লোকটি প্রথম আর বিড়ালটি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতে যাচ্ছে	আসল কারণ ওটা বিড়াল না অপুষ্টি আক্রান্ত সুন্দরবনের বাঘ। আর লোকটি ফুড এন্ড নিউট্রেশন ডিপার্টমেন্টের দূর্নীতিগ্রস্থ কর্মকর্তা।

লোকটি বাজারে ইলিশ মাছের ছবি তুলছে **কেন?**

ইলিশ মাছের যা দাম তার চেয়ে একটা ক্যামেরা কিনে সেই ক্যামেরায় ঐ মাছের ছবি তুলে বাসার ডাইনিং টেবিলের সামনে সাজিয়ে রাখলে বরং দেখনং ভক্ষনং	লোকটি আর পঁচা মাছ কিনবে না বলে পন করেছে তাই মাছওলার কথা বিশ্বাস না করে ছবি তুলে স্ক্যান করে তারপর মাছ কিনবে...
ইলিশ মাছ দেশ থেকে হারিয়ে যাবে একদিন এই আশঙ্কায় ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে রাখছে।	আসল কারণ আসলে সে চামে মাছওলার ছবি তুলছে। ব্যাটা বেশি দাম চায় বলে ছবি যৌথবাহিনীর কাছে জমা দিবে।

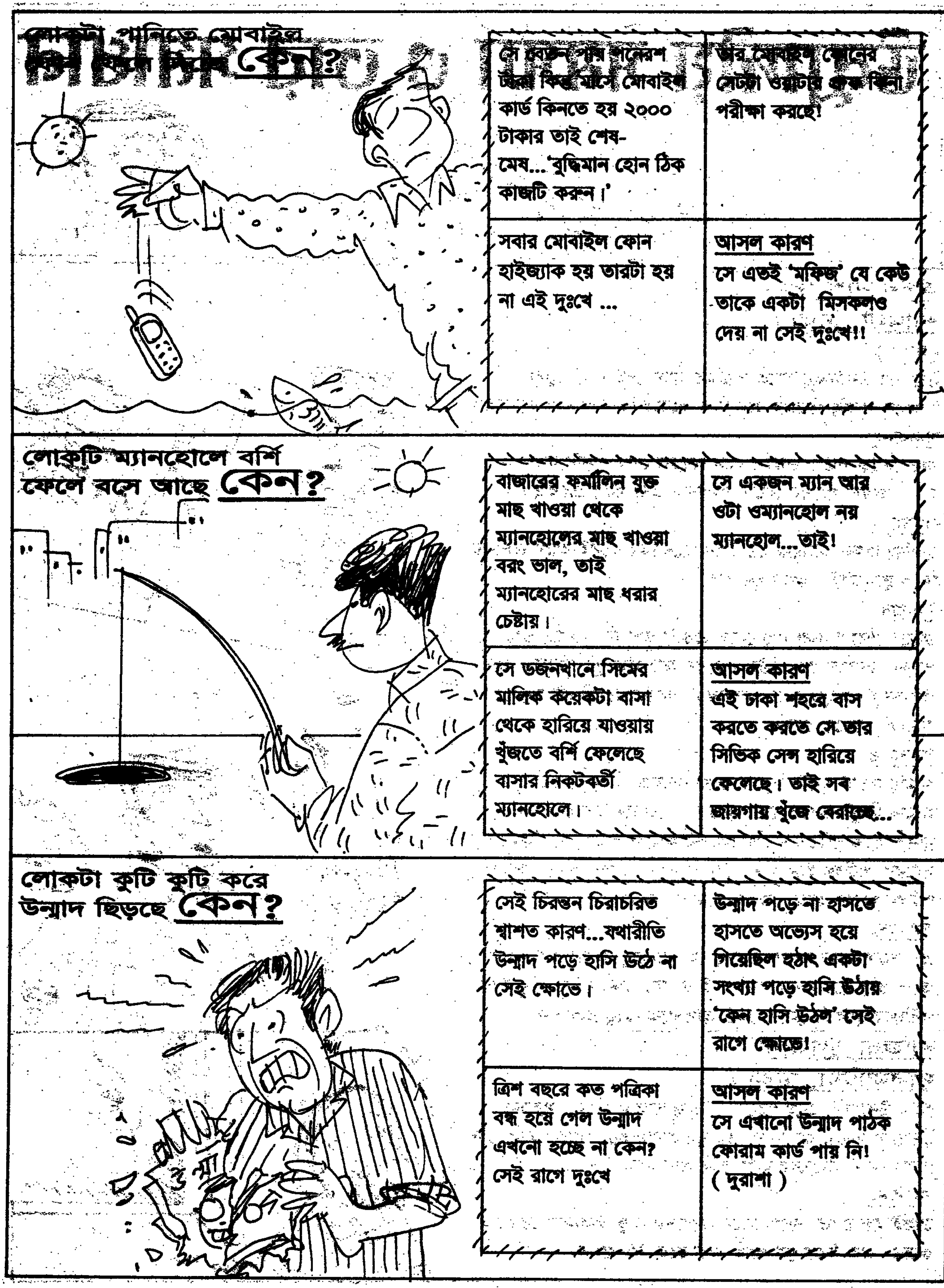
লোকটা পানিতে মোবাইল
কেন?
সে বেতন পায় পনেরশ টাকা কিন্তু মাসে মোবাইল কার্ড কিনতে হয় ২০০০ টাকার তাই শেষ-মেষ...'বুদ্ধিমান হোন ঠিক কাজটি করুন।'
তার মোবাইল ফোনের সেটটা ওয়াটার কিনা পরীক্ষা করছে!
সবার মোবাইল ফোন হাইজ্যাক হয় তারটা হয় না এই দুঃখে ...
আসল কারণ
সে এতই 'মফিজ' যে কেউ তাকে একটা মিসকলও দেয় না সেই দুঃখে!!
লোকটি ম্যানহোলে বর্শি ফেলে বসে আছে কেন?
বাজারের ফর্মালিন যুক্ত মাছ খাওয়া থেকে ম্যানহোলের মাছ খাওয়া বরং ভাল, তাই ম্যানহোরের মাছ ধরার চেষ্টায়।
সে একজন ম্যান আর ওটা ওম্যানহোল নয় ম্যানহোল...তাই!
সে ডজনখানে সিমের মালিক কয়েকটা বাসা থেকে হারিয়ে যাওয়ায় খুঁজতে বর্শি ফেলেছে বাসার নিকটবর্তী ম্যানহোলে।
আসল কারণ
এই ঢাকা শহরে বাস করতে করতে সে তার সিভিক সেন্স হারিয়ে ফেলেছে। তাই সব জায়গায় খুঁজে বেরাচ্ছে...
লোকটা কুটি কুটি করে উন্মাদ ছিড়ছে কেন?
সেই চিরন্তন চিরাচরিত শ্বাশত কারণ...যথারীতি উন্মাদ পড়ে হাসি উঠে না সেই ক্ষোভে।
উন্মাদ পড়ে না হাসতে হাসতে অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল হঠাৎ একটা সংখ্যা পড়ে হাসি উঠায় 'কেন হাসি উঠল' সেই রাগে ক্ষোভে!
ত্রিশ বছরে কত পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল উন্মাদ এখনো হচ্ছে না কেন? সেই রাগে দুঃখে
আসল কারণ
সে এখানো উন্মাদ পাঠক ফোরাম কার্ড পায় নি! (দুরাশা)
উন্মাদ

উন্মাদীয় সমস্যা ও তার সমাধান

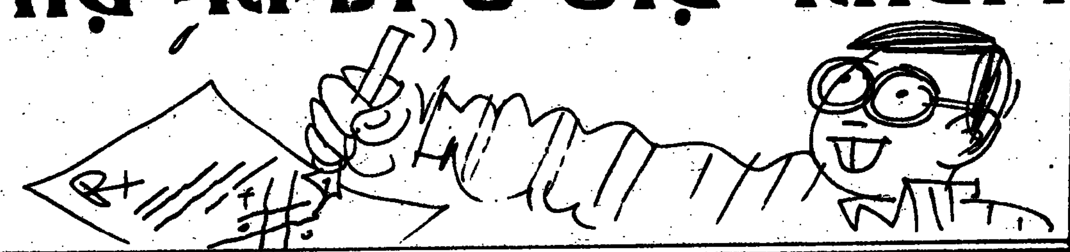

অর্পন দাশ গুপ্ত
শ্যামলী, ঢাকা।

সমস্যা-১
উন্মাদের উন্মাদনার ডাকে নিয়মিত সাড়া দেই বলে বন্ধুরা আমাকে পাবনা পাঠাবে বলে ঠিক করেছে কি করা যায় বলুনতো?

সমাধানঃ
যদি ফ্রি ফ্রি পাঠায় তাহলে বসে আছেন কেন এক্ষুনি রওনা হয়ে যান। আমার পাশের বেডটা আপনার জন্য খালি রেখেছি।

সমস্যা-২
ইদানিং জঙ্গল আমাকে বড় টানে মানে কিছু হলেই আমি জঙ্গলের দিকে ছুটে যাই, কেন বলুনতো?

সমাধানঃ
জঙ্গলে গিয়েই কলা গাছ থেকে একটা কলা ছিড়ে গাছে উঠে পড়েন? তাহলে গুড নিউজ। কারণ আর মাত্র দুই মিলিয়ন বছর পর আপনি মানুষ হতে পারবেন (ডারউইনের থিওরী অনুসারে আরকি) কংগ্রেচুলেশন।

সমস্যা-৩
আমার বিরাট একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। গান গাওয়া ছাড়া আমার কিছুই করতে ইচ্ছা করে না। যেখানে যাই সেখানে শুধু গান গাইতে গাইতে না লিখলে পরীক্ষাই ভাল হয় না, কিন্তু স্যারেরা পরীক্ষা হলে গান গাইতে দেয় না। যার কারণে আমার পরীক্ষা খারাপ হচ্ছে, জলদি সমাধান দিন।

সমাধানঃ
এর সমাধানতো জলবৎ তরলং...মানে কিছু না আপনি গানের স্কুলে ভর্তি হয়ে যান। তারপর ইচ্ছে মত গান গাইতে থাকুন কি পরীক্ষার হলে কি ক্লাশে কেউ আপনাকে কিছু বলবে না ...

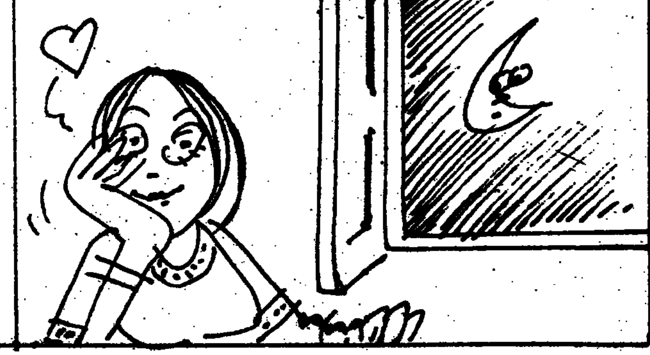

নাজিয়া সুলতানা
লালমাটিয়া, ঢাকা।

আমি উন্মাদের প্রেমে পড়েছি, কিচ্ছু ভাল লাগে না, সর্বক্ষন উন্মাদের চিন্তায় আমার রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। সারা রাত জেগে থেকে উন্মাদের কথা ভাবি আর ভাবি...

সমাধানঃ
ভালই হল রাতে জেগে জেগে উন্মাদের কিছু আইডিয়া বের করুন। এক ঢিলে দুই পাখি মারা হবে, কি বলেন?

রুস্মন

রাজারবাগ, ঢাকা।

সমস্যা

আমি মাছি মারা রোগে আক্রান্ত হয়েছি সারাদিন ঘরে বসে মাছি মারি। এই পর্যন্ত ৭৬৫৪৩৮৯৭৬৫৪৩০০৯৮৮৮৭৬৫৫৫৪৩৪৫৫৫৪৩৫৫৫৫৪৩৪ ৪৫৫৫০০০৮৭৬৫৪৬৬৬৫৬৬৫০০৯৯৮৮৭৬৭৫৫৪৪৩৭৫৪ টা মাছি মেরেছি।

সমাধানঃ

তাইতো বলি আমাদের অফিসে মাছি নাই কেন! ভাই দয়া করে মাছি প্রকল্প বাদ দিয়ে মশা মারা শুরু করুন... প্লিইইইজ। আপনার সমাধান পরের সংখ্যায় দিচ্ছি তার আগে আপনি আমাদের জানান আপনি মাছি মারা ডাক্তার না কেরানী?

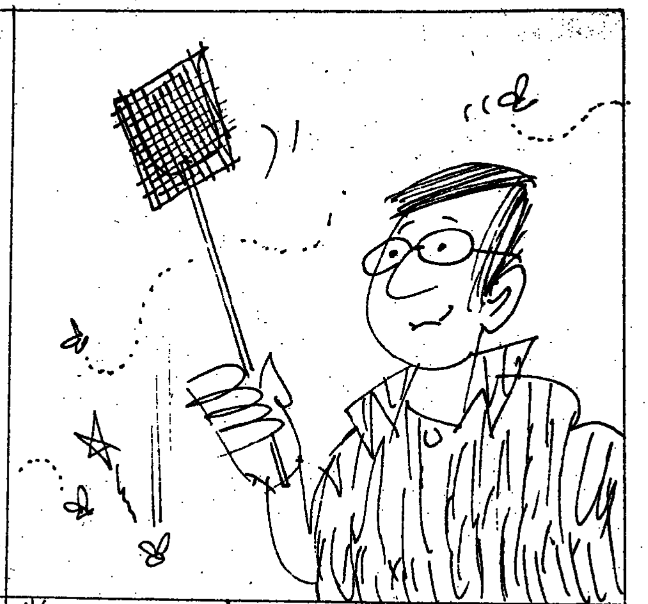

ফেরদৌস

কলেজ রোড, বরিশাল

ও মনু আছ ক্যামন? মোর কতা মনে আছে? হেইয়া কি আর মনে থাকবেএ? মুই ছেলাম মারকশাহ এহন উম্মাদ ফরতে ফরতে মাতামুতা গেছে... ভাবতে আছি ডাকা যাইয়া তোমার লগে দেখা কইরা পরামর্শ লইয়া আহি। মোর সমস্যা বি-শাল হে কইয়া শেষ করতে পারমু না...বেজজো?

সমাধানঃ *মেরাবাই মুই বুজজি।*

সাইফুল হাসান (সোহেল)

ধর্মসাগর পার, কুমিল্লা

উন্মাদ ভাইয়া, এই সমস্যাসঙ্কুল জীবনে আমাদের এই মানব জীবনের কি আর সমস্যার শেষ আছে? কোন সমস্যা রেখে কোন সমস্যা আপনার কাছে পাঠাই তাই ভাবতে বসে যখন নিজের জীবনের সমস্যাগুলোর দিকে পিছন ফিরে তাকাই তখন দেখি কোন সমাধানতো নেই সবইতো সমস্যা...হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ অযুত নিযুত সমস্যা এবং অসম্ভব সব সমস্যা। আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের সবচে বড় সমস্যা যেটা সেটা হচ্ছে যাকে ছেলেবেলায় ভালবেসেছিলাম সেও আমায় ভালবেসেছিল, তারপর কি যে হল হঠাৎ একদিন দাবার ছক গেল উল্টে। সে চলে গেল। না বলেই চলে গেল। তাকে ভুলতে পারছি না। কিন্তু সেতো আমাকে ভুলে স্বামী সংসার নিয়ে সুখে আছে। এই কষ্ট ...এই কষ্টের কি কোন সমাধান আছে? বলেন উন্মাদ ভাই আপনিই বলেন? আচ্ছা উন্মাদ ভাইয়া সত্যি করে বলেনতো আপনার কি মনে হয় নারী কি সত্যিই ছলনাময়ী?

সমাধানঃ

ভাইরে নারী শুধু ছলনাময়ী না আরো অনেক '...ময়ীই' ধর্ম সাগরের পারে বসে এইসব চিন্তা বাদ দেন। নতুন করে শুরু করেন। নিউ স্টার্ট... নিউ লাইফ...।

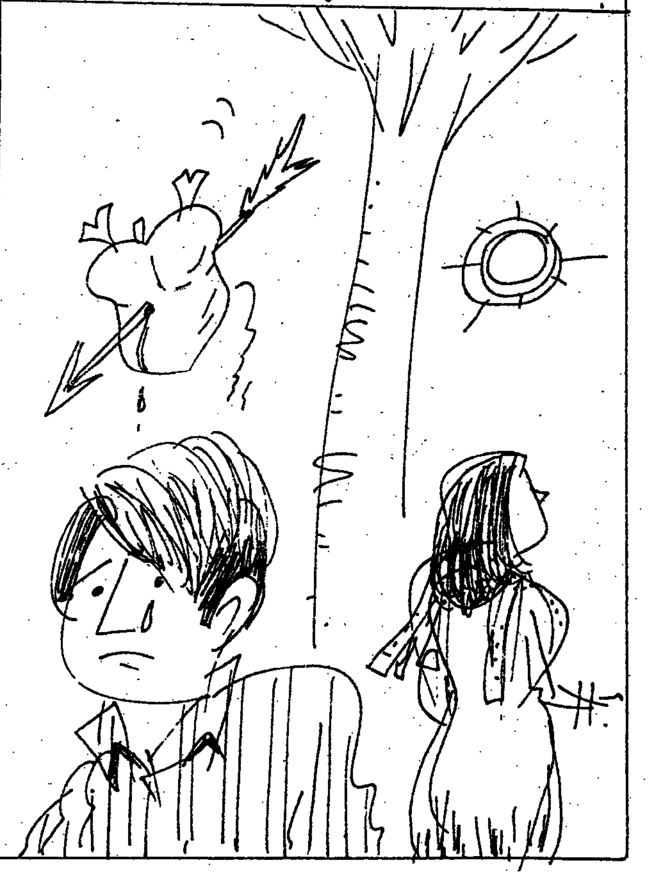

স্পাইরাল ম্যান

তারিক সাইফুল্লাহ

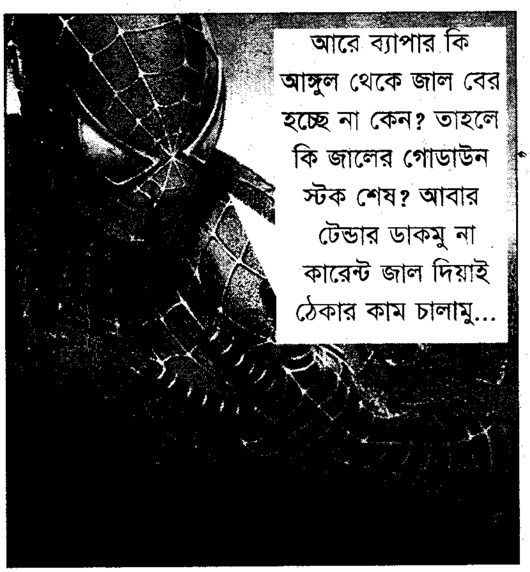

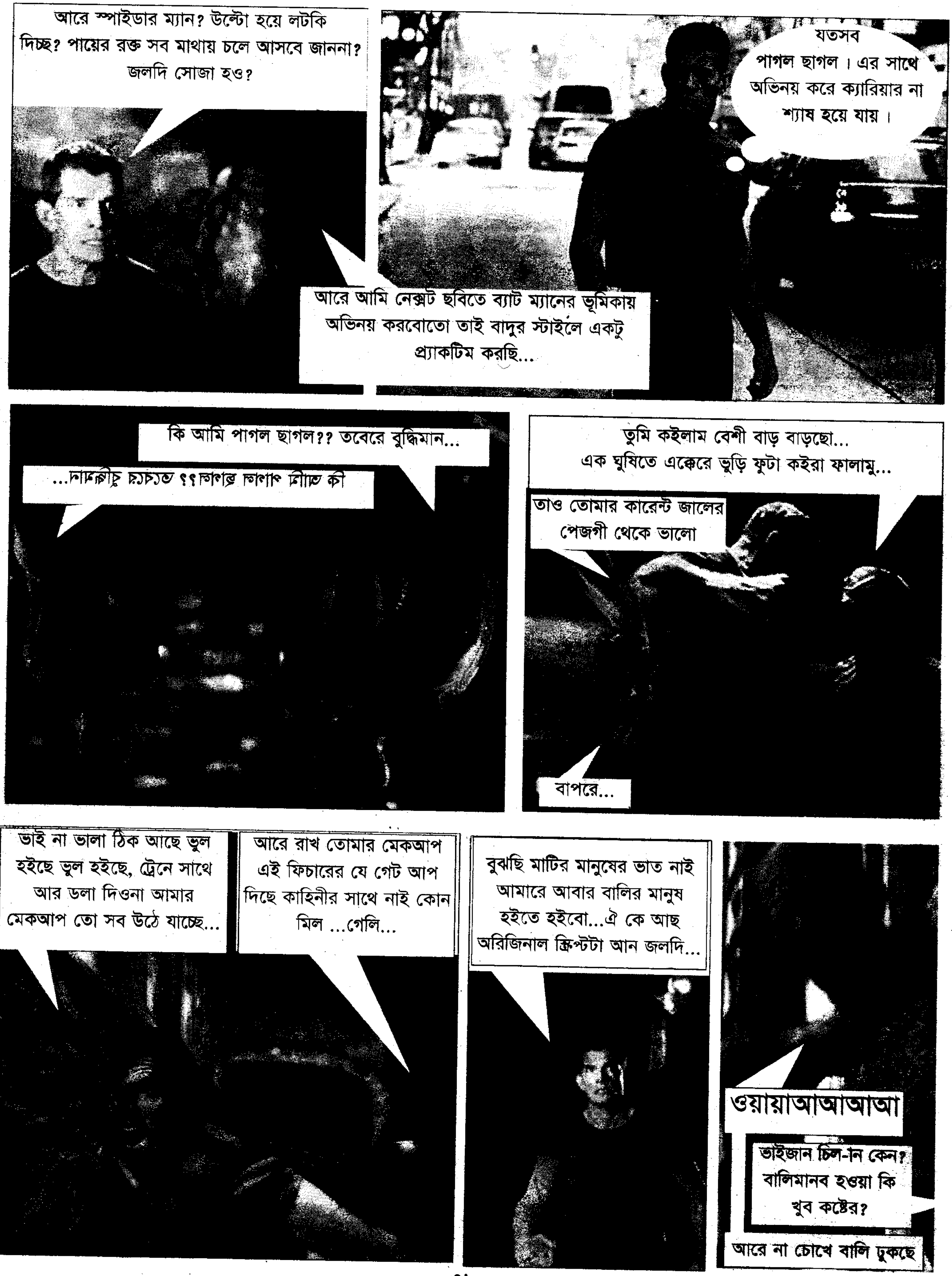

আরে স্পাইডার ম্যান? উল্টো হয়ে লটকি দিচ্ছ? পায়ের রক্ত সব মাথায় চলে আসবে জাননা? জলদি সোজা হও?
যতসব পাগল ছাগল । এর সাথে অভিনয় করে ক্যারিয়ার না শ্যাষ হয়ে যায় ।
আরে আমি নেক্সট ছবিতে ব্যাট ম্যানের ভূমিকায় অভিনয় করবোতো তাই বাদুর স্টাইলে একটু প্র্যাকটিস করছি...
কি আমি পাগল ছাগল?? তবেরে বুদ্ধিমান...
তুমি কইলাম বেশী বাড় বাড়ছো... এক ঘুষিতে এক্কেরে ভুড়ি ফুটা কইরা ফালামু...
তাও তোমার কারেন্ট জালের পেজগী থেকে ভালো
বাপরে...
ভাই না ভালা ঠিক আছে ভুল হইছে ভুল হইছে, ট্রেনে সাথে আর ডলা দিওনা আমার মেকআপ তো সব উঠে যাচ্ছে...
আরে রাখ তোমার মেকআপ এই ফিচারের যে গেট আপ দিছে কাহিনীর সাথে নাই কোন মিল ...গেলি...
বুঝছি মাটির মানুষের ভাত নাই আমারে আবার বালির মানুষ হইতে হইবো...ঐ কে আছ অরিজিনাল স্ক্রিপ্টটা আন জলদি...
ওয়ায়াআআআআ
ভাইজান চিল-লন কেন? বালিমানব হওয়া কি খুব কষ্টের?
আরে না চোখে বালি ঢুকছে

লীলাবালি... লীলাবালি...
লীলাবালি... লীলাবালি...
কি মিয়া এমন একশন সিনে গান গাও কেন?
বালির যে লীলাখেলা শুরু হইছে, উপায় কি?
ওয়ায়াআআ...আমি এখন দ্যা স্যান্ড ম্যান, দ্য মাম্মী থেইকা ডেপুটেশনে আইছি... তোমারে বালিতে চুবামু....
কি এত বড় কথা! তরে দিয়া সিমেন্ট বানায়া দুইতলার ফাউন্ডেশন যদি না দিছি...
ভাইজান নিচতলায় পার্কিং রাইখেন কইলাম...
কয় টন বালির স্টক করছে কে জানে...এর চে ...পালাই
টাইম মত ড্রেসটা খুলছিলাম আরেকটু হইলেতো...ইজ্জত কি সাওয়াল! যাউকগা অহন যাই ড্রেসটা হলিডে মার্কেটে যায়া বেইচা দিয়া আসি...
আচ্ছা, শেষ পর্যন্ত্য বালিমানব কোথায় গেল?
আর কোথায়? বোধহয় চোখের বালিতে চান্স পাইছে! ডাস্ট টু ডাস্ট...
এই দেখ, তোমার মনে হচ্ছে ঢাকা থেকে একটা জরুরী চিঠি এসেছে...
ত্রিশ বছর উপলক্ষ্যে উন্মাদের ডকুড্রামাতে আমন্ত্রণ!!!
আমি শ্যাষ!

কিছু কিছু সিভিক সেন্সহীন মানুষ এমন সব কাজ করে যা তাকে মনে করিয়ে দেয়া দরকার। কিন্তু কিভাবে করাবেন সেটা বুঝতে এই ফিচাররররররর...

কিভাবে করাবেন

কার্টুন ০ শাহরীয়ার শরীফ

আচ্ছা ভাই আমেরিকা ইরানের দিকে টার্গেট করে মিসাইল ছুঁড়লে কত ডিগ্রি এ্যাঙ্গেলে ছুঁড়বে বলে আপনি মনে করেন?
ঐ মিয়া ফাইজলামো কর? ঐটা আমি জানবে কেমনে?
না... মানে দেয়ালে থুথু কফ ফেলা নিষেধ লেখা থাকার পরও যেভাবে দেয়াল টার্গেট করে নিখুত থুথু ফেললেন তাতে মনে হল আপনি জানতেও পারেন।
আচ্ছা ভাই ইটের ভাটার চুল্লীতে যে চিমনি থাকে তার সিলিন্ড্রিক্যাল ব্যাস টা কত বলবেন?
ঐ মিয়া ফাইজলামো কর? ঐটা আমি জানবে কেমনে?
না... মানে প্রকাশ্যে ধূমপান বিরোধী আইন হওয়ার পরও যেভাবে পাবলিক প্লেসে দাড়িয়ে প্রকাশ্যে ইটের ভাটার চুল্লীর মত ধূয়া ছাড়ছেন তাতে মনে হচ্ছে আপনি জানতেও পারেন
ভাই সাহেব মানুষের মাথার ছাপ্পান্নটা স্ক্রুর মধ্যে মোট কয়টা ঢিলা থাকলে তাকে ক্র্যাক বলা যায়?
ঐ মিয়া ফাইজলামো কর? আমি জানমু ক্যামনে?
না... মানে প্রকাশ্য দিবালোকে যেভাবে উন্মাদ পড়ছেন তাতে করে মনে হল আপনি জানতেও পারেন।

জোকস

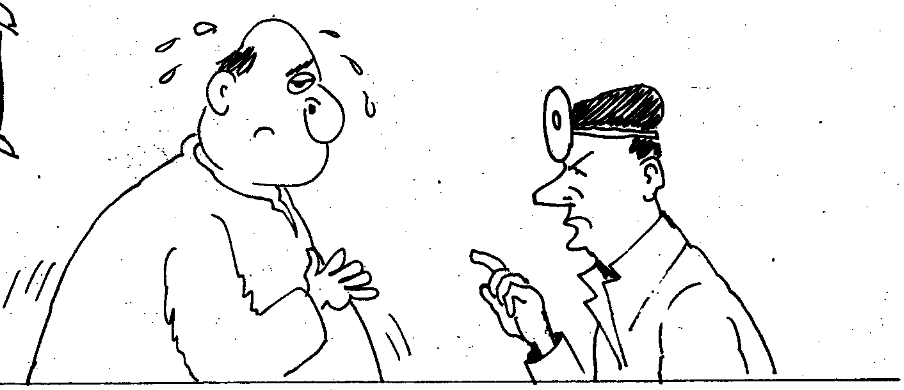

গ্রন্থনা ০ অর্পন দাশ গুপ্ত

এক লোকের বিশাল ভুড়ি । সে গেছে ডাক্তারের কাছে ভুড়ি কমাতে। ডাক্তার বলল ' আপনি বরং উপর তলায় যান ওখানে আমার বর ভাই বসেন'
- উনি কি আরো বড় ডাক্তার?
- না উনি একজন কম্পিউটার গ্রাফিকস ডিজাইনার। আপনার ভুড়ির যে অবস্থা এ্যাডব ফটোশপ ছাড়া কমানো যাবে না।

বিএনপি সরকারের পতনের পর খালেদা জিয়া সহ তার দলের সব নেতানেত্রীদের নানান সমালোচনা শুনছে সবাই। একজন বলল
- খালেদা জিয়া ভাল প্রধান মন্ত্রী না হতে পারলেও নিশ্চয়ই একজন ভাল মা।
-কিভাবে?
-বাহ তার দুই ছেলের সব কথাইতো শুনেছেন তিনি !

এক লোক গাড়ি চাপা দিয়ে এক দরিদ্র লোকের মুরগী মেরে ফেলল। কি আর করা গাড়ীওলা গাড়ী থামিয়ে মুরগীর দাম বাবদ ৫০ টাকা দিয়ে দিল।
- স্যার আরো ৫০ টাকা দেন
- কেন?
- বাড়িতে একটা বুড়া মরগী আছে একটা, এর মা। এর মরার খবর শুনলে হার্ট ফেল করে ঐটাও মরবে যে!
এর পর গাড়ীওলার অবস্থাটা একবার ভাবুন।

বিএনপি সরকারের পতনের পর। বিএনপির প্রায় সব মন্ত্রী তখন জেলে। তাদের আত্মিয়স্বজনরা জেলখানায় ভাল ভাল খাবার পাঠাচ্ছে। কিন্তু খাবার তাদের কাছে পৌছছে না। কেন? খবর নিয়ে জানা গেল সাধারণ কায়েদীরা তা খেয়ে ফেলছে
- তোমরা কেন উনাদের খাবার খাচ্ছ? জেলার জানতে চান
- স্যার উনারা অনেক খাইছেন এইবার আমরা একটু খাই।

বাদশাহ সুলায়মান তখন মৃত্যু শয্যায়। তিনি একজনকে ডেকে বললেন। আমার লাশ যখন নিয়ে যাওয়া হবে কফিনে করে তখন কফিনের বাইরে আমার একটা হাত বের করে রেখ
- কেন জাঁহাপনা?
- পৃথিবী দেখবে সারা জাহানের বাদশা মৃত্যুর পর খালি হাতে চলেছেন।

সম্রাট ফার্দিনান্দের কাছে ছুটে এল এক দূত
- জাঁহাপনা খুব ভাল খবর আছে
- কি?
- আপনার সবচে বড় শত্রু মারা গেছে।
- তার মানে এই নয় যে আমি মারা যাব না...

চোখের ডাক্তারের কাছে গেছে রোগী
রোগীঃ ডাক্তার সাহেব চশমা নেয়ার পর আমি এ বি সি ডি পড়তে পারব?
ডাক্তারঃ অবশ্যই পারবেন
রোগীঃ এবার দেখি কোন শালায় বলে আমি ইংরেজি জানি না।

দুই লোক কথা বলছে
- বঝিলেন ভাই এই দুনিয়ায় টাকাই সব না
- তাহলে?
- তার চেয়েও বড় জিনিষ আছে
- সেটা কি?
- পাওনাদারের বিল

ফুটবলের রেফারী তার নব বিবাহিতা স্ত্রীকে ফুটবলের আইন কানুন সব শেখাল। সব শুনে স্ত্রী বলল
- এত নিয়ম কানুন?
- হ্যাঁ, তাহলেই বোঝ
- মাত্র দেড় ঘন্টায় খেলোয়াররা এত আইন ভাঙ্গে কিভাবে?

ডাক্তার রোগী কথা বলছে
রোগী ঃ ডাক্তার সাহেব সবাই ভাবে আমি নাকি ভীষন মিথ্যাবাদী
ডাক্তারঃ মাফ করবেন আমি আপনার কথা বিশ্বাস করতে পারছি না।

এক বাচ্চা ছেলে মাথায় করে পুরোনো কাগজ কিনছে। এক লোক ডেকে পাঠাল বাচ্চাটাকে
- এই বাচ্চা শোন
- বলেন
- তুমি বাচ্চা মানুষ মাথায় করে এত কাগজ নিয়ে ঘুরে বেরাচ্ছ তোমার মাথায় লাগে না?
- নাহ
- কেন? এত অনেক ভারী হওয়ার কথা
- আসলে ভারী ভারী খবরগুলো আপনারা পড়ে ফেলেনতো তারপর ওটা হালকা হয়ে যায়।

কেকের দোকানে কেক অর্ডার করতে গেল এ লোক
- ভাই কেক এর অর্ডার দিলে কি ডেলিভারী পেতে লম্বা সময় লাগবে?
- মাফ করবেন এখানে লম্বা কেক হয় না গোল না হলে চারকোনা।

দুই বন্ধু কথা বলছে
- বুঝলি অসৎ পথে সবাই টাকা কামাতে পারে। অসৎপথে টাকা কামানোর অনেক রাস্তা। কিন্তু সৎ পথে টাকা কামানোর রাস্তা একটাই
- সেটা কি?
- এ্যাঁ ...ইয়ে...এখন ঠিক মনে পড়ছে না।

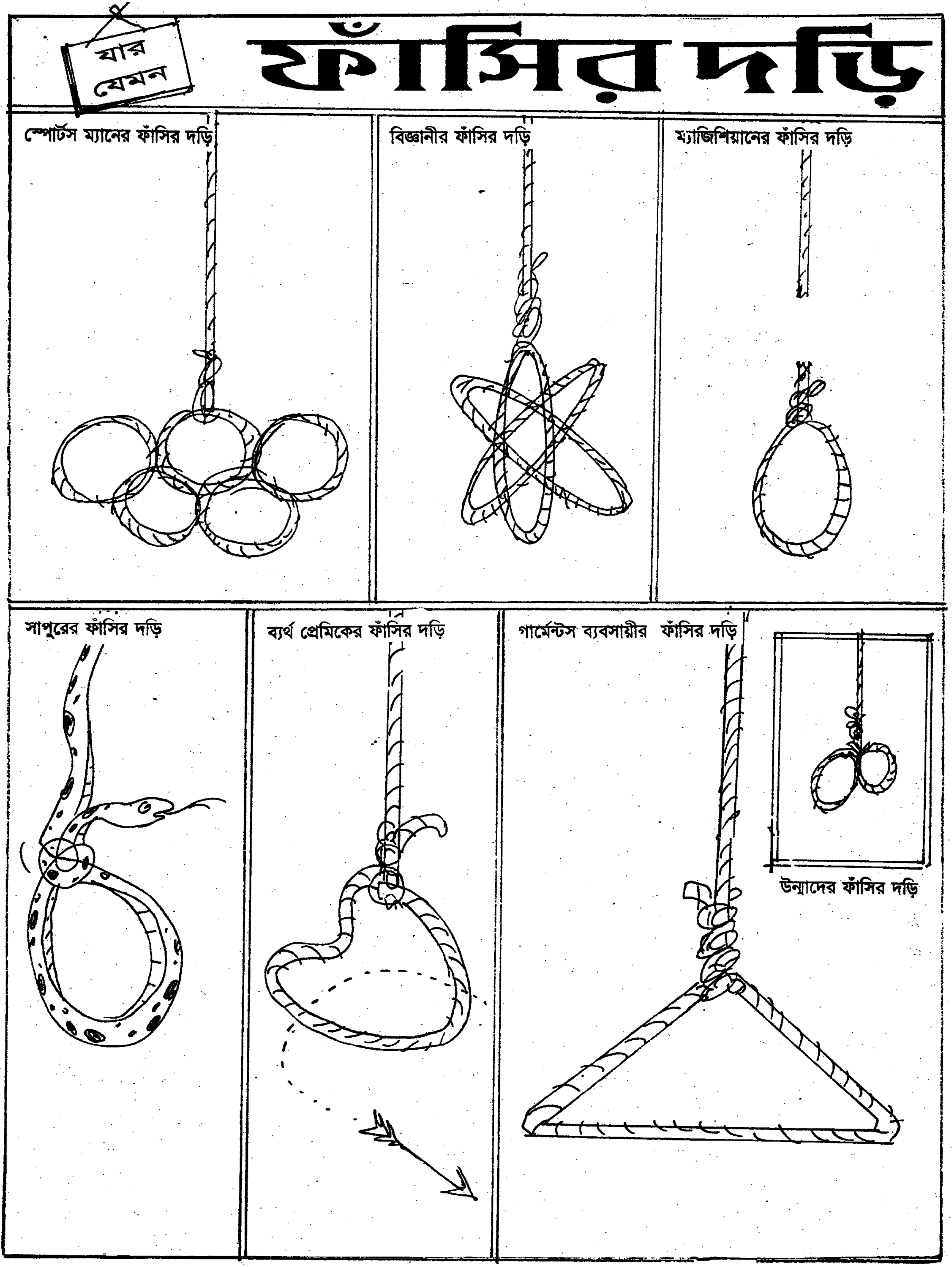
যার যেমন
ফাঁসির দড়ি
স্পোর্টস ম্যানের ফাঁসির দড়ি
বিজ্ঞানীর ফাঁসির দড়ি
ম্যাজিশিয়ানের ফাঁসির দড়ি
সাপুরের ফাঁসির দড়ি
ব্যর্থ প্রেমিকের ফাঁসির দড়ি
গার্মেন্টস ব্যবসায়ীর ফাঁসির দড়ি
উন্মাদের ফাঁসির দড়ি

কিছু দিন আগেই হয়ে গেল বিশ্ব মা দিবস। কিন্তু আমরা মনে করি মামু দিবস বা মামা দিবসও হওয়া উচিৎ...কারণ এই মামু ডাকটা আমাদের দেশে খুবই প্রচলিত একটি ডাক। মামু সম্পর্কটিও অনেক বেশি আন্তরিক। এ ব্যাপারে ক্যাম্পেইন করতে আমরা রাস্তায় নেমেছি ...
মামু দিবস
এ প্রসঙ্গে আপনি কি বলেন ভাই?
এহ মামু এক্কেরে খাটি কথা কইছেন। মামু মানে মামা মানে ডাবল মা মায়ের থেকে কম কি? আজকাল মামু ছাড়া কিছু হয় দেশে? না হইছে?
ঠিক ঠিক তুমি মামু ঠিক কথা কইছ...
এবার আমরা কথা বলছি একজন মামু বিশেষজ্ঞ এর সঙ্গে
হ্যাঁ আমি মনে করি অতি অবশ্য মামা দিবস হওয়া উচিৎ। ইনফেক্ট আরো আগেই এই দিবসটি হওয়া উচিৎ ছিল...
কিন্তু কেন?
কারণ কথায় বলে 'মামু ভাগ্নে যেখানে বিপদ নাই সেখানে' আর চাচার ক্ষেত্রে দেখুন 'চাচা আপন প্রান বাঁচা।' মানে চাচার নিজের জান নিয়েই টানাটানি...
ওহ দারুন বলেছেন

তারপরে ধরেন বাঘ মামা চাঁদ মামা প্রকৃতিতে কত মামার ছড়াছড়ি।
ওরে বাপরে!
কি হল?
আরে দেখছেন না বলা মাত্র বাঘ মামা কিভাবে তেড়ে আসছে...
গররররররর...ররররর
আরে চাঁদ মামাওতো আকাশে
আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা...
খামোশ! আরেকবার ডাকলে আমি কিন্তু সুপার আর্থে চলে যাব। অনেক টিপ দিছি। লাভ কি হইছে? বড় হইয়াতো সব হয় ফ্যানটিক নাহলে লুনাটিক হয়ে জাতির কপালে কলঙ্কের টিপ দেয়!
বাসের একজন কন্ডাক্টরের সঙ্গে কথা বলছি। কারণ এই লোক সব প্যাসেঞ্জারের কমন মামা
তা মামু কিছু বলেন?
কি আর কমু জলদি ভাড়া দিয়া আগে বাড়েন...
কি ভাই তখন থেকে দেখছি ছাগলের মত ম্যা ম্যা করছেন
ম্যা ম্যা করছি না মামা করছি মানে মামু দিবস সম্পর্কে জনসমর্থন জোগারের চেষ্টায় আছি...
আরে রাখেন মিয়া, জনসমর্থন চাইতে গিয়ে প্রফেসর ইউনুসের মত বিখ্যাত লোক এখন রাজনীতি বাদ দিয়ে দোয়া ইউনুস পড়ছেন...

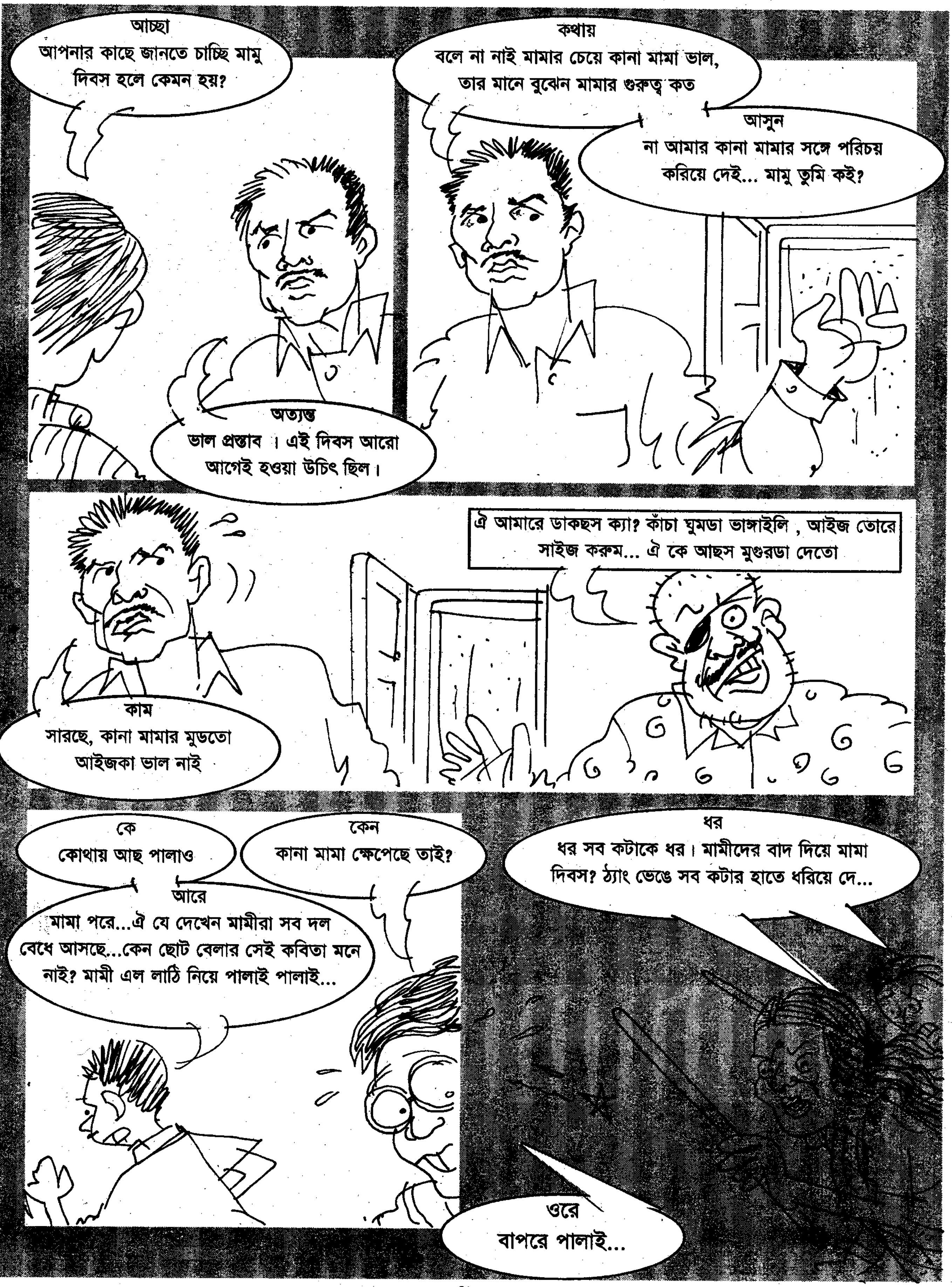
আচ্ছা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি মামু দিবস হলে কেমন হয়?
অত্যন্ত ভাল প্রস্তাব । এই দিবস আরো আগেই হওয়া উচিৎ ছিল।
কথায় বলে না নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল, তার মানে বুঝেন মামার গুরুত্ব কত
আসুন না আমার কানা মামার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই... মামু তুমি কই?
ঐ আমারে ডাকছস ক্যা? কাঁচা ঘুমডা ভাঙ্গাইলি , আইজ তোরে সাইজ করুম... ঐ কে আছস মুগুরডা দেতো
কাম সারছে, কানা মামার মুডতো আইজকা ভাল নাই
কে কোথায় আছ পালাও
কেন কানা মামা ক্ষেপেছে তাই?
আরে মামা পরে...ঐ যে দেখেন মামীরা সব দল বেধে আসছে...কেন ছোট বেলার সেই কবিতা মনে নাই? মামী এল লাঠি নিয়ে পালাই পালাই...
ধর ধর সব কটাকে ধর। মামীদের বাদ দিয়ে মামা দিবস? ঠ্যাং ভেঙে সব কটার হাতে ধরিয়ে দে...
ওরে বাপরে পালাই...

স্যুপ খেতে গিয়ে একদিন প্রতিদিন
ওহে তুমি যে আমার জন্য স্যুপটা আনছ তাতে কিন্তু তোমার বুড়ো আঙ্গুল ডুবে আছে...আমি দেখতে পাচ্ছি...
স্যার স্যুপটা বেশি গরম না...
ওহে তুমি যে আমার জন্য স্যুপটা আনছ তাতে কিন্তু তোমার বুড়ো আঙ্গুল ডুবে আছে...আমি দেখতে পাচ্ছি...
স্যার বুড়ো আঙ্গুলের নখটা বেশ বড় হয়েছে আর এত শক্ত কাটতে পারছি না। তাই গরম স্যাপে একটু নরম করে নিচ্ছি
ওহে তুমি যে আমার জন্য স্যুপটা আনছ তাতে কিন্তু তোমার বুড়ো আঙ্গুল ডুবে আছে...আমি দেখতে পাচ্ছি...
স্যার আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়েছে আমার। তাই এই দুঃসময়ে আঙ্গুলটা আপনার স্যুপে লুকিয়ে রেখেছি ...

ওহে তুমি যে আমার জন্য স্যুপটা আনছ তাতে কিন্তু তোমার বুড়ো আঙ্গুল ডুবে আছে...আমি দেখতে পাচ্ছি...
সত্যি কথা বলতে কি স্যার আমার বুড়ো আঙ্গুলটায় বাজে ধরনের এক্সিমা হয়েছে। ডাক্তার বলেছে মাঝে মধ্যেই গরম পানিতে ডুবিয়ে রাখতে। কিন্তু কাজের সময় গরম পানি পাব কোথায় বলেন? তাই স্যুপ সার্ভের সময়ই...
ওহে তুমি যে আমার জন্য স্যুপটা আনছ তাতে কিন্তু তোমার বুড়ো আঙ্গুল ডুবে আছে...আমি দেখতে পাচ্ছি...
বলেন কি স্যার আপনার চোখের পাওয়ারতো মারাত্মক! স্যার আপনার চোখের একটা কর্নিয়া আমাকে দান করেন স্যার। আমি বাসায় বাধিয়ে রাখব।
ওহে তুমি যে আমার জন্য স্যুপটা আনছ তাতে কিন্তু তোমার বুড়ো আঙ্গুণল ডুবে আছে...আমি দেখতে পাচ্ছি...
আসলে কি জানেন স্যার এই শালার হোটেলটাই দুই নম্বর। ভাবছিলাম স্যুপের ডেকচিতে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে এই হোটেলের সবকটাকে ফাঁসিয়ে দিব। কিন্তু স্যার যেয়ে দেখি স্যুপের ডেকচি খালি। তাই ভাবছি এই স্যাপের বাটিতেই ডুবে...তাই প্রথমে বুড়ো আঙ্গুল দিয়েই শুরু করলাম।
ওহে তুমি যে আমার জন্য স্যুপটা আনছ তাতে কিন্তু তোমার বুড়ো আঙ্গুল ডুবে আছে...আমি দেখতে পাচ্ছি...
স্যার উন্মাদ কিনেছিলাম। খুঁজে পাচ্ছি না। সব জায়গায় খুঁজলাম পেলাম না। এই সুপের বাটিটাই বাদ ছিল...আঙ্গুল দিয়ে দেখছিলাম এখানে পড়ল কিনা...বিশ টাকাই নেট লস।
S.S.

ইদানিং দুর্নীতিগ্রস্থ কর্মকর্তাদের ঘরে বালিশের ভিতর চালের ড্রামে, শাড়ির ভাজে কোটি কোটি টাকা পাওয়া যাচ্ছে। আর কোথায় কোথায় টাকা রাখা যেতে পারে তার উপর উন্মাদীয় এক পাতা ফিচার (মতান্তরে গ্যাটিস ফিচাররররর...)

টাকা লুকানোর উপায়

ওয়াহিদ ইবনে রেজা

০ প্রতিটি ৫০০ টাকার নোট লেমিনেশন করে বাথরুমের কমোডে রাখা যেতে পারে। তবে ভুলেও ফ্লাশ করা যাবে না।

০ ফ্যানের ব্লেডে ৫০০ টাকার নোট থরে থরে বেধে রেখে (উপরের দিকে) সবসময় ফ্যান চালিয়ে রাখতে হবে।

০ বাসায় একটি অত্যাধুনিক স্ক্যানিং মেশিন আর রঙিন প্রিন্টার রেখে বলতে হবে এগুলো সব নকল টাকা আসল টাকা না।

০ ইঁদুরের গর্তে লুকিয়ে রাখা যেতে পারে। তবে ইঁদুরের সাথে ৫০ টাকার স্ট্যাম্পে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করে রাখতে হবে যেন সে টাকা কেটে না ফেলে, তার বদলে তাকে নিয়মিত খাবার দেয়া হবে এবং বাসায় কোন বিড়াল রাখা হবে না।

০ কোন একটা নামে (বা নিজের নামেই) '...প্রাইভেট ব্যাংক' সাইনবোর্ড বানিয়ে রাখতে হবে। যৌথবাহিনীর লোকজন এলেই সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বাইরে ঐ সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিতে হবে। যেন এটা কোন বাসা না একটা প্রাইভেট ব্যাংক।

০ বাসায় একজন বয়স্ক ভিক্ষুককে পেয়িং গেস্ট হিসেবে রাখা যেতে পারে। যৌথ বাহিনীর লোকজন এলেই বলতে হবে...এত সব টাকা এই ভিক্ষুকের সারা জীবনের সঞ্চয়। তবে ভিক্ষুকের সঙ্গেও ৫০ টাকার স্ট্যাম্পে একটা চুক্তি করে রাখতে হবে, যেন সে পরে না আবার বিট্রে করে বসে।

০ একজন ম্যাজিশিয়ানকেও রাখা যেতে পারে। যেন সে সময় মত সব টাকা উম্মে গায়েবুন করে আপনার মান-সন্মান-ইজ্জত (যদি আদৌ তা থাকে) রক্ষা করে (আমিন)।

০ পুরোনো উন্মাদ সের দরে বিক্রি না করে তার পাতায় পাতায় ৫০০ টাকার নোট লুকিয়ে রাখা যেতে পারে। উন্মাদ কেউ ছুয়েও দেখবে না।

পরিদর্শন

কার্টুন/ মেহেদী হক

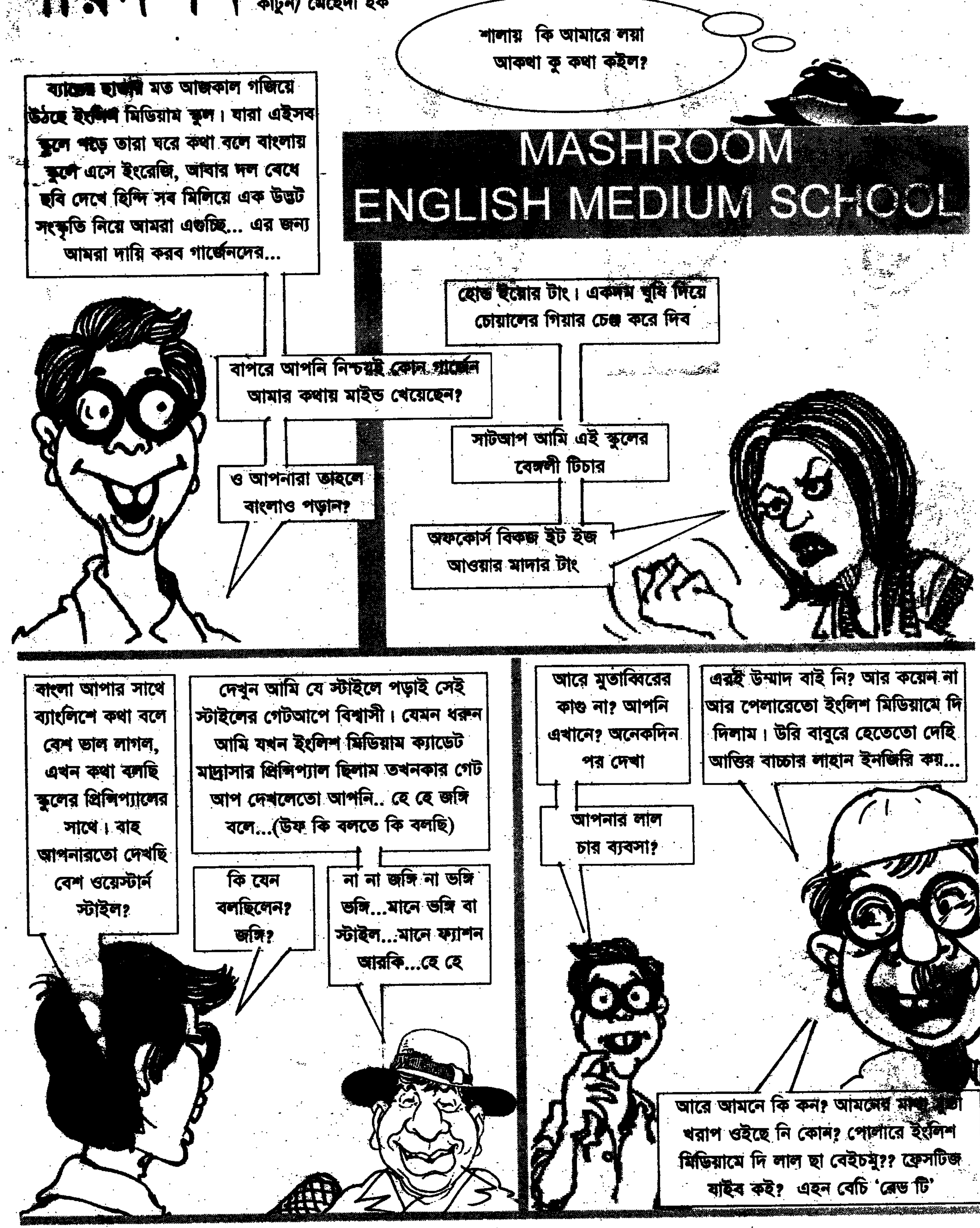

এবার কথা বলছি একজন শিক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে। আচ্ছা গত পাঁচ বছরে আমরা যে উন্নয়নের জোয়ারে ভাসলাম, তা শিক্ষা ক্ষেত্রে কতটুকু অবদান রেখেছে?
অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন করেছেন। সত্যি কথা বলতে কি আমরা পায়ের ঘাম মাথায় তুলে শিক্ষার জন্য কাজ করে গেছি...
কিন্তু আফশোস, মূল্যায়ন হয় নি এক ফোটা...
ছার আপনের খোঁজে পুলিশ আইছে...
পুলিশ? আমার খোঁজে? পুলিশ কেন আসবে আমি কি করেছি??
ঐ যে বললেন না মূল্যায়ন হয় নি, মূল্যায়ন করতে এসেছেন বোধ হয়
আম্মা আম্মা?
সাট আপ তোকে না বলেছি স্কুলে কখনো সবার সামনে আম্মা আম্মা করবি না মামি ডাকবি
মামি মামি
ওরে বাপরে...
এবার ইংলিশ মিডিয়ামের একজন বিজ্ঞান শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলছি আচ্ছা একটু আগে দেখলাম আপনার ছাত্ররা আপনার সঙ্গে যে ধরনের ইয়ার্কী ফাজলামো করলো তা নিজেদের সাথেও করে না আপনি কিছু বললেন না কেন?
কিছু বলব মানে? আপনি কি পাগল না উন্মাদ? ওরা প্রতি মাসে কত টাকা বেতন দেয় সে খবর আছে? মোবাইল ফোনের বিরুদ্ধে কোন পত্রিকাকে এক লাইন লেখে? না লিখতে দেখেছেন?
১০০ বছর আগে বিজ্ঞানী স্যার জগদিস চন্দ্র বসু বলে গেছেন তরিৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ মানুষের জন্য ক্ষতিকর। সেই তরঙ্গ দিয়েই চলছে মোবাইল ফোন কেউ প্রতিবাদ করে? না কথা বলা বন্ধ করেছে কেউ? বিজ্ঞাপন পেলেই মুখ বন্ধ। দেশের টাকা চলে যাচ্ছে বিদেশে...
ওহ দারুন কথা বললেন? অত্যন্ত শিক্ষামূলক বাক্য এখনি আমি এটা এসএমএস করে চারিদিকে প্রচার করে দিব। এটা আমার নৈতিক দায়িত্ব....

আচ্ছা আপনারা নিশ্চয়ই ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্রী? কোন লেভেলে আছেন এ লেভেল না ও লেভেল?
দেখুন আপনি কিন্তু লেভেল ক্রশ করছেন। আমরা যে লেভেলেই থাকি তাতে আপনার কি?
না মানে আমি উন্মাদ থেকে শিক্ষা নিয়ে পরিদর্শনে বেরিয়েছি... বিশেষ করে ইংরেজীর নামে যে মিশ্র ব্যাংলিশ কালচার চলছে...
আইজকা তোরে খাইছি তখন থাইকা আমার পিছে লাগছে... কি সব ব্যাংলিশ ব্যাংলিশ...কইতাছে...
এ্যাঁ??
ঐ তোরা এইহানে বয়া বয়া আড্ডা মারস? ঐ দিকে এক ফাউল আমগো পাড়ার সব স্কুলে ঢুইকা পরিদর্শন শুরু করছে
কি ??? পরী দর্শন করতে আসছে... শালার টেংরী ভাইঙ্গা হাতে ধরায়া দিমু ঐ এহনি চল সব...
ধুর হালায় কাউয়া ফিলিংস লইতে বইছিলাম দিল বিনাশ কইরা...
ওকি আপনি আবার এসেছেন? এখনো যান নি? ঐ কে আছিস ওদের খবর দে তো...
শেষ একটা ব্যাপারে জানতে এসেছি আপনার স্কুলে কেউ বাংলায় কথা বললে নাকি শাস্তি দেয়া হয়?
আই সে গেট আউট
এ বাক্যটা অন্তত বাংলায় বলুন
আভি নিকালো??
গেট আউটের বাংলা আভি নিকালো?? তাহলে জলদি ভাগি

সাক্ষাৎকারঃ ত্রানের টিন

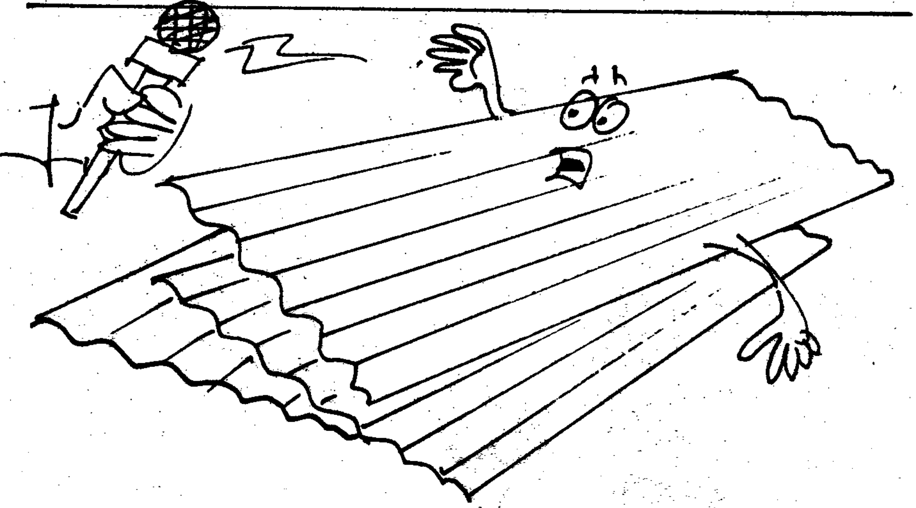

উন্মাদঃ কি ভাই ত্রানের টিন আছেন কেমন?
টিনঃ দেখেন আমাকে ত্রানের টিন ত্রানের টিন বলবেন না। আমি টিন... দ্যাটস এনাফ।

উন্মাদঃ ঢেউ টিন বলা যাবে?
টিনঃ তা যাবে।

উন্মাদঃ আচ্ছা বিগত পাঁচ বছরে যে উন্নয়নের জোয়ারের যে ঢেউ...
টিনঃ ঐ ঢেউয়ের কারণেইতো আজ আমরা প্রায় সেলিব্রেটি আইটেম হয়ে উঠেছি।

উন্মাদঃ আচ্ছা আপনাদেরকে প্রপার জায়গায় না দিয়ে কেউ মাটির নিচে কেউ পানির নিচে কেউবা রং করে আপনাদের আড়াল করার চেষ্টা করেছে এটাকে আপনারা কিভাবে দেখছেন?
টিনঃ এটা অবশ্যই অত্যন্ত অবমাননাকর। অবশ্য প্রপার জায়গায় যেভাবে দেয়া হয় তাতেও কোন লাভ হয় বলে আমার মনে হয় না।

উন্মাদঃ মানে?
টিনঃ মানে ধরেন একজন দরিদ্রকে তিন চারটা টিন দিল তাতে কি মনে করেন? সে একটা ঘর বানাতে পারবে? তিনচারটা টিনে কি একটা ঘর হয়? আর ঘর বানাতে কি আনুষঙ্গিক জিনিষপত্র খর্চাপাতি লাগে না? ঐ যে কোরবানী ঈদে গোস্ত খাওয়ার অবস্থা আরকি পরে সব গোস্ত হোটেলে চলে যায়।

উন্মাদঃ আচ্ছা যারা আপনাদের নিয়ে দূর্নীতি করল তাদের বেশির ভাগই এখন সব জেলখানায়। এ ব্যাপারে আপনার মতামত?
টিনঃ অসুবিধা কি আগে তারা যে ধরনের রাজনীতি করেছে এটাকে বলা যায় জামাই রাজনীতি যেন দেশটা তাদের শ্বশুর বাড়ি। আর এখনও সেই শ্বশুরবাড়িতেই আছে, তো সমস্যা কি?

উন্মাদঃ বাহ ভাল বলেছেনতো, আচ্ছা মি টিন, টিন টিন নিয়ে কিছু বলুন
টিনঃ ঐ যে কমিকস ক্যারেক্টার টিন টিন?

উন্মাদঃ হ্যাঁ
টিনঃ ও ব্যাটাতো আছে সুখে তাকে নিয়ে নাকি এখন সিনেমাও হচ্ছে আমরা মাঝখানে একটু নিউজ কাভার পেয়েছিলাম আজকাল বেই কে সেই... (দীর্ঘ শ্বাস)

উন্মাদঃ আচ্ছা ইদানিং টিন নাম্বার নিয়েও বেশ নাড়াচাড়া পড়েছে এ প্রসঙ্গে...
টিনঃ তাত পড়বেই ট্যাক্স ফাকি দিয়ে আর কতদিন? ট্যাক্স দিবেন না আবার দেশে থেকে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা নিয়ে ইচ্ছেমত গলাবাজি করবেন তাত হয় না। 'দুই নম্বর' না হয়ে বরং এখন 'টিন নম্বর' এর মালিক হোন, দেশের ভাল দশের ভাল।

উন্মাদঃ আচ্ছা বাজারে নানা রকম টিন। টিভি খুললেই টিনের এ্যাড। মুরগী মার্কা টিন কাউয়া মার্কা টিন। সব টিনই ভাল আসলে ভাল টিন কোনটা?
টিনঃ দেখুন ঐসব মার্কা যারা এ্যাড দেখে আসল জিনিষ যাচাই করা মুশকিল। টিন হচ্ছে পিতল আর দস্তার শংকর। এখন সঠিক অনুপাতে কে আসল শংকর তৈরী করছে আমাদের, তার উপর নির্ভর করে...অবশ্য আপনারা যেরকম দুই নম্বরী করে...

উন্মাদঃ পদ্মার ঢেউ আর আপনাদের ঢেউয়ের মধ্যে পার্থক্য কি?
টিনঃ দুটোই এক অর্থে বিপদজনক। পদ্মার ঢেউয়ের বাড়ি খেয়ে নৌকা, লঞ্চ, জাহাজ সব ডুবে যায়। আর আমাদের ঢেউয়ের বাড়ি খেয়ে বড় বড় 'দেশপ্রেমিক' রাজনীতিবিদদের ভরাডুবি হয়...এইতো।

উন্মাদঃ আপনার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগল। উন্মাদ পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন কি?
টিনঃ কি বলব?
উন্মাদঃ কোন বানী?
টিনঃ ঐ সব বানী দেওয়ার দিন শেষ। বানী দেওয়ার লোকজন এখন জেলে ঘানি টানছে। তবে উন্মাদের পাঠকদের একটা কথাই বলতে চাই। এখনও সময় আছে এইসব আলতু ফালতু পত্রিকা পড়া বাদ দিয়ে ভাল ভাল শিক্ষামূলক পত্রিকা পড়ে নিজের জ্ঞান বাড়ান, দেশ ও জাতির উপকার করেন।
উন্মাদঃ (ক্রুদ্ধ) আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে পারছি না বলে দুঃখিত।
টিনঃ আমিও আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে পারছি না বলে দুঃখিতও না
উন্মাদঃ সবান্যধ

সাক্ষাৎকার নিয়েছেঃ
ওয়াহিদ ইবনে রেজা